টঙ্গীর বিশ্ব তবলিগি ইজতেমা ময়দানে জুম্মার নামাজে লাখো মুসল্লি

● ● ● ●

সারে-জমিন

ট্রেনে হারানো অ্যাডমিট ফিরে পেল পরীক্ষার্থী

রূপসী বাংলা

বিতর্কে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের টেট পরীক্ষা

আপন কণ্ঠ

পরীক্ষা কেন্দ্রে ভুয়ো মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

সাধারণ

বিশাখাপত্তনম টেস্ট: ভারতের হয়ে একা লড়লেন জয়সওয়ালই

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪
১৮ মাঘ ১৪৩০
২১ রজব, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক
*Invitation price: RS. 3.00

Vol.: 19 ■ Issue: 33 ■ Daily APONZONE ■ 3 February 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

আগামী সপ্তাহে উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় খসড়া ইউসিসি পেশ: ধামি

আপনজন ডেস্ক: উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শুক্রবার জানিয়েছেন, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটির পেশ করা অভিন্ন দেওয়ানি বিধির (ইউসিসি) খসড়া নিয়ে আলোচনার জন্য বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। উত্তরাখণ্ড সদনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ধামি বলেন, সোমবার থেকে বিশেষ অধিবেশন শুরু হবে। কমিটি আজ চার খণ্ডে খসড়া ইউসিসিসহ প্রায় ৭৪৯ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। ৬ ফেব্রুয়ারি তা রাজ্য বিধানসভায় পেশ করা হবে আলোচনার জন্য। রাজ্যের আইন বিভাগ এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগও কমিটির রিপোর্ট এবং ইউসিসির খসড়া খতিয়ে দেখবে। প্রদেশে এটি প্রয়োগের জন্য একটি বিল আনা হবে যা ড্রাফট ইউসিসি উপর আলোচনা করার পরে। আমরা রাজ্যের নির্বাচনের পরে ইউসিসি করব ভেবে ছিলাম। আমরা এটি পূর্ণ করছি, ধামি রিপোর্টারদের বলেছেন। আমরা আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব (বিজেপির) থেকে এই কাজটি করেছি, তিনি যোগ করেন। নিশ্চয়ই এটি ভালোর জন্য ঘটছে, তিনি বলেন এবং আশা করেন যে অন্যান্য রাজ্যগুলি এর অনুসরণ করবে।

কংগ্রেস ৩০০ আসনে লড়লেও ৪০টি আসনও পাবে না: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: এমজিএনআরইজিএস সহ মূল কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল প্রত্যাখ্যানের প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতায় দু'দিনের ধর্না শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ২০২৪-২৫ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের "অন্তিম" (শেষ) বাজেট বলে অভিহিত করেছেন, যা ইঙ্গিত দেয় এই বছর লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া দল পরাজয়ের দিকে এগোবে। কেন্দ্রের কাছ থেকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের 'বকেয়া'র দাবিতে শুরু হওয়া ধর্নায় মমতা বলেন, এটা অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট নয়, 'অন্তিম' বাজেট।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ২০১১ সালে প্রথমবার তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাঁর সরকার কেন্দ্রীয় তহবিল ব্যবহারের বিষয়ে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিয়েছে। মমতা বলেন, আমরা ক্ষমতায় আসার আগে, বাম আমলে যা ঘটেছে, তার দায় আমরা কেন নেব?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার সহকর্মী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যেখানে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা কী পাপ করেছে? প্রতিবাদস্থলের সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি প্রশ্ন তোলেন।

তৃণমূল কংগ্রেস চেয়ারপার্সন বলেন, এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে কাজ করা ২১ লক্ষ শ্রমিককে গত দু'বছর ধরে কেন বেতন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, শ্রমিকদের বেতন দেওয়া একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং যারা তহবিল অস্বীকার করেছে তাদের কারাগারে থাকা উচিত।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে তিনি দু'দিন ধর্নায় থাকবেন এবং তারপরে যুবক, শ্রম এবং এসসি / এসটি শাখা দায়িত্ব নেবে এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে রাজ্যে এমজিএনআরইজিএস-এর অধীনে তহবিল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে রাজ্যে বড় আকারের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, মনরেগার ২৭ নম্বর ধারায় এই প্রকল্প রূপায়ণে অনিয়মের কারণে রাজ্যের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এই প্রথম নয়, এর আগেও এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ধর্নায় বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছর মার্চেও একই জায়গায় একই ধরনের প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। গত ডিসেম্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের কয়েকজন সাংসদ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করে বকেয়া টাকা ছাড়ার দাবি জানান।

অক্টোবরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিল্লিতে এবং কলকাতায় রাজভবনের বাইরে ধর্নায় অংশ নিয়েছিলেন।

এদিন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে সমর্থন করে তার গ্রেফতারির বিরুদ্ধেও কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, সোরেন একমাত্র আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি সমর্থিত কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির প্রতিহিংসাপরায়ণ কাজটি একটি জনপ্রিয় নির্বাচিত সরকারকে দুর্বল করার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করছে। মমতা তাই বলেন, আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমি এই কঠিন সময়ে গণতন্ত্র রক্ষায় নিবেদিত অবিচলভাবে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর শপথ নিচ্ছি। তিনি আরও বলেন, ঝাড়খণ্ডের দৃঢ়চেতা মানুষ বিপুল জবাব দেবেন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ে বিজয়ী হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির মধ্যে সদ্য সমাপ্ত আসন ভাগাভাগি আলোচনায় কংগ্রেস এবং তাদের ব্যর্থতারও সমালোচনা করেছিলেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, তিনি কংগ্রেসকে ৩০০ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বলেছিলেন এবং আঞ্চলিক দলগুলিকে ২৪৩ টি আসন নিতে দিয়েছিলেন।

সিপিএমের সঙ্গে জোট করার জন্য কংগ্রেসের সমালোচনা করে মমতা বলেন, বামেরা বরাবরই বিজেপিকে সাহায্য করেছে। তিনি বলেন, কংগ্রেস ও সিপিএম মুসলিম ভোটারদের প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে বিজেপি হিন্দুদের কাছে পৌঁছচ্ছে।

এ দিন মমতা বলেন, "বিজেপির সঙ্গে কেউ যদি লড়তে পারে সেটা পারে বাংলা, সেটা পারে তৃণমূল । কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না । সবচেয়ে বড় কথা সারা ভারতে ৩০০টি আসনে লড়েও তুমি ৪০টি আসন পাবে কি না আমি জানি না। আজকে তোমাদের এত অহংকার । আমি তো বলেছিলাম দুটি আসন আমি তোমাদের দেব। ওই আসনে তোমাদের জিতিয়েও আনব । তোমরাই বললে হবে না। তবে কটা চাই ? ৪২টা? তাহলে ৪২টাই নিয়ে নাও। আমরা কংগ্রেসের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছি । তারপরে আমার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও কথা হয়নি।

জ্ঞানবাপির রায় নিয়ে ল বোর্ডের প্রতিক্রিয়া

দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা দুর্বল হচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: বারানসীর জ্ঞানবাপি জামে মসজিদের বেসমেন্টে হিন্দু পক্ষকে উপাসনার অনুমতি দেওয়ার বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে জমিয়ত উলেমা-ই-হিন্দের সভাপতি তথা অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সহ-সভাপতি মাওলানা সৈয়দ আরশাদ মাদানি। দিল্লিতে জমিয়ত অফিসে দাবি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, জ্ঞানবাপি মসজিদে পূজার অনুমতি দেওয়ায় বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই মুসলমানরা এ ধরনের সমস্যায় ঘেরা। বাবরি মসজিদ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসজিদ স্বীকার করে 'আস্থা'র ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, যার কারণে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, মুসলিমরা বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার কথা বলেছিল, কিন্তু যে সিদ্ধান্ত এসেছে তাতে শুধু আমরাই নই, বড় বড় আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবীরাও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। আরশাদ মাদানি বলেন, অবস্থা এমন হয়েছে যে ভক্তির বিষয়টি যেই তুলুক না তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। তিনি বলেন, ভারতে এই পদ্ধতি থাকলে, জৈন, খ্রিস্টান, পার্সি বা শিখ কেউই ন্যায়বিচার পাবে না। এটা হবে দেশের জন্য বড় ট্র্যাজেডি।

তার অভিযোগ, যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আদালতই নির্যাতিতদের ন্যায়বিচারের শেষ আশ্রয়স্থল এবং তারা যদি পক্ষ নিতে শুরু করে তাহলে বিচার পাবে কারা। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি বলেন, জ্ঞানবাপি জামে মসজিদের বেসমেন্টে পূজায় অনুমতি দেওয়ার আদালতের সিদ্ধান্ত প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ নাগরিককে হতবাক করেছে।এই সিদ্ধান্তে মুসলমানরা শোকের মধ্যে রয়েছে। তিনি বলেন, কোনো মুসলমান দখলকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করে না এবং মসজিদে নববী যখন নির্মাণ করা হয়, তখন জমি কিনে নির্মাণ করা হয়, অনুমতি ছাড়া কোনো স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না।তিনি বলেন, ইসলামী চিন্তাধারা ও ইতিহাস হল মসজিদ, কারো উপাসনালয় ধ্বংস হয় না। তিনি বলেন, যে জ্ঞানবাপি মসজিদের বেসমেন্টে উপাসনার অনুমতি একটি একতরফা সিদ্ধান্ত। মুসলিম পক্ষকে বিতর্কেরও অনুমতি দেওয়া হয়নি যেখানে বিশ্বাসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এখানেও আদালত একই পথ অনুসরণ করেছে। আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা ভেঙ্গে যাচ্ছে। এটা শুধু আমরাই বলছি না, ন্যায়পরায়ণ নাগরিকরাও বলছেন।

তিনি উপাসনালয় আইন ১৯৯১ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান এবং বলেন, আদালতেরও এই আইনকে সম্মান জানানো উচিত। তিনি বলেন, ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে জনগণের আস্থা হারালে দেশের জন্য ভালো হবে না। জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের অপর গোষ্ঠীর সভাপতি মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ মাদানি বলেন, আদালতের এই সিদ্ধান্ত ভারতের বিচার ব্যবস্থায় প্রশ্ন চিহ্ন দিয়েছে। তিনিও এটাকে একতরফা সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেন। মাদানি বলেন, সুপ্রিম কোর্ট প্রযুক্তিগত কারণে হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত নয়। তাহলে আমরা কোথায় যাবো আমরা কাকে বলব? তিনি বলেন, দেশের অবস্থার অবনতি হলে বিষয়টিকে এতটা বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। তিনি দাবি করেন, আমাদের সঙ্গে শত্রু হিসেবে আচরণ করা হচ্ছে। যদিও ন্যায় ও ন্যায্যতার দাবি পূরণ করা সবার দায়িত্ব।

জামায়াতে ইসলামীর ভাইস-আমির মালিক মুতাসিম আদালতের সিদ্ধান্তকে বিচার নীতির পরিপন্থী বলে অভিহিত করে বলেছেন, এএসআইয়ের প্রতিবেদনটি কেবল দাবির উপর ভিত্তি করে। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে হাজির ছিলেন জমিয়ত উলামা হিন্দের সেক্রেটারি নিয়াজ আহমেদ ফারুকী, ল বোর্ডের মুখপাত্র ড. কাসিম রসুল ইলিয়াস, কামাল ফারুকী প্রমুখ।

জ্ঞানবাপিতে পূজা বন্ধের আর্জি খারিজ এলাহাবাদ হাইকোর্টে

আপনজন ডেস্ক: বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের বেসমেন্টের ভিতরে হিন্দুদের প্রার্থনা কমপক্ষে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। কারণ শুক্রবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট মসজিদের তত্ত্বাবধায়কদের কোনও স্বস্তি দেয়নি, যারা মন্দিরের বেসমেন্টটি হিন্দুদের কাছে হস্তান্তরের জেলা আদালতের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়েছিল। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি এই মামলার শুনানি হবে।

বারাণসী জেলা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট তাদের আবেদন শুনতে অস্বীকার করার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। বারাণসী আদালত বুধবার রায় দিয়েছিল জ্ঞানবাপি মসজিদের সেলারে মূর্তির পূজা করতে পারে।

কমিটির তরফে আইনজীবী এস এফ এ নকভি আদালতে জানান, তড়িঘড়ি করে সংশ্লিষ্ট বিচারপতির অবসরের দিনই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বারাণসী জেলা বিচারক অজয় কৃষ্ণ বিশ্বেশা ৩১ জানুয়ারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। নকভি আরও জানান, এই নির্দেশ দেওয়ার সময় জেলা বিচারপতিরা তাঁদের নথি বিবেচনা করেননি। এদিকে, বিচারপতি রোহিত রঞ্জন আগরওয়াল রাজ্য সরকারকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল অজয় মিশ্র আদালতকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট "বারাণসী জেলা জজ" এর আদেশ অনুসারে এটি করবেন। বারানসী জেলা আদালতের আদেশ বাতিল করে এর পরবর্তী অনুসরণ করে জেলা প্রশাসনের দ্বারা মসজিদের বেসমেন্টে হিন্দু পূজা অনুমতি দেয়। তবে, জেলা আদালতের রায় এবং জেলা প্রশাসনের 'তাড়াহুড়ো' বাস্তবায়নের সমালোচনা করেছে কমিটি। বারাণসী আদালতের বিরুদ্ধে মসজিদ পরিচালনা কমিটি ৩১ জানুয়ারি তারিখে উচ্চ আদালতে আর্জিতে জানায়, হিন্দু পক্ষ বেসমেন্টে পূজা অর্চনা করছে। এর অব্যাহতি দেওয়া হোক। কিন্তু এলহাবাদ হাইকোর্ট তাদের সেই আর্জি খারিজ করে দিয়ে পূজা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়। শুক্রবার জ্ঞানবাপী মসজিদে নমাজ পড়তে জড়ো হন দুই হাজারেরও বেশি মুসলিম। শান্তিপূর্ণভাবে শুক্রবারের প্রার্থনা করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়। নামাজের আগে ফ্ল্যাগ মার্চও করে পুলিশ। অন্যদিকে, জ্ঞানবাপিতে পূজার অনুমিত দেওযার প্রতিবাদে শুক্রবার আসর পর্যন্ত তাদের দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখেন মুসলিমরা।

এখন পাওয়া যাচ্ছে

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

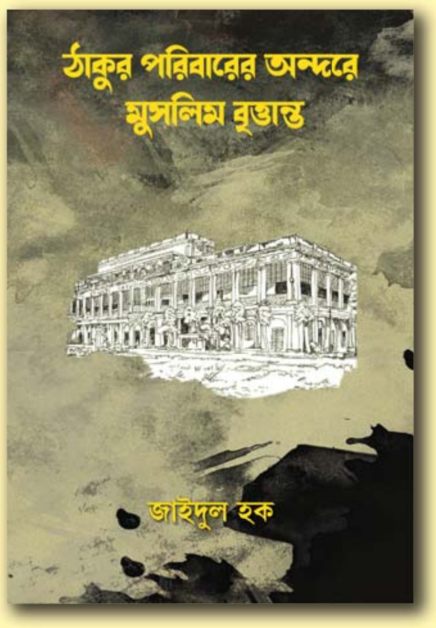

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর– পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি

ড. দিলীপ মজুমদার

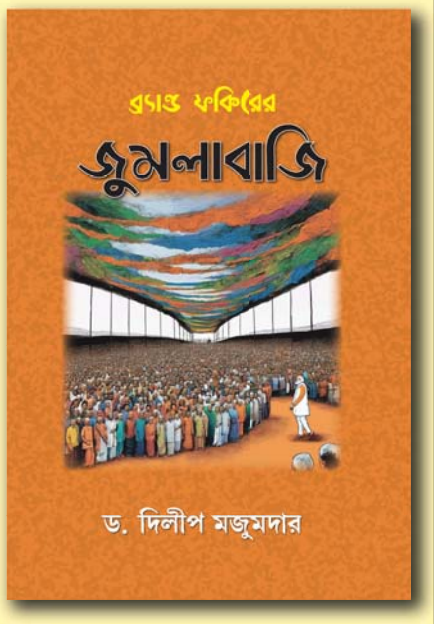

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ● ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

প্রথম নজর

হাতির ভয়, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে গাড়িতে পাঠাল বন বিভাগ

সঞ্জী মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জঙ্গলে রয়েছে ২৩ টি হাতি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে নিজের গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের ডিএফও, জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর যাতে করে কোনো রকম অসুবিধা না হয়। তার জন্য তৎপর বনদপ্তর, ইতিমধ্যেই বিষ্ণুপুর জঙ্গলে রয়েছে ২৩ টি হাতির একটি দল, যে কারণেই পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য সকাল থেকেই ময়দানে নেমেছেন বিষ্ণুপুর পাঞ্চেত বন বিভাগের ডিএফ ও এবং বিষ্ণুপুর রেঞ্জ অফিসার, নিজেদের গাড়ি করে মাধ্যমিক কেন্দ্রে পৌঁছে দিলেন পরীক্ষার্থীদের। এতে করে খুশি পরীক্ষার্থীর অভিভাবকরা।

কেশপুরে পরীক্ষা কেন্দ্রে নজরদারি

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: শুক্রবারই শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর পর সকালে মাধ্যমিক পরীক্ষা হচ্ছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে দেওয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী সকালে সাড়ে ৮টার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে প্রবেশ করতে হবে। এদিকে আবহাওয়ার কারণে সকাল থেকেই কোথাও কুয়াশা, কোথাও বৃষ্টি। রাজ্য জুড়ে এ নিয়ে সমস্ত পরীক্ষার্থীর অসুবিধা হয়। কেশপুর ব্লকের সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীদের ভিড়। পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন পুলিসকর্মীরা। এবার রাজ্যে মোট মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন মোট নয় লক্ষ ২৩হাজার ১৩ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫হাজার নয় শত চুরানব্বই জন,এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ১৭হাজার উনিশ জন। কেশপুর ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে কেশপুর ব্লকের ৮টা মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৩৪৫৬ জন। কেশপুর ব্লকের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেশপুর থানার ওসি অমিত মুখার্জি ও আনন্দপুর থানার ওসি আসিফ সানি।

পরীক্ষার ফাঁকে

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: শুক্রবার শুরু হল ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা।এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় দু'ঘন্টা এগিয়ে এসেছে। সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিটে শুরু হয়েছে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা। তারজন্য পরীক্ষার্থীরা অনেকটা আগেই তাদের নির্দিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রের উদ্দেশ্য রওনা দেয়। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে দেখা যায় পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকে পড়ার পরেও পাঁচিলের পাশে এসে অভিভাবকদের কাছ থেকে শেষ মুহূর্তের পরামর্শ নিচ্ছে। দেখা যায় পরীক্ষা কক্ষের মধ্যে থেকে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলতে।

জয়নগর পুলিশের কল্যাণে ট্রেনে হারানো অ্যাডমিট ফিরে পেল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন:জয়নগর থানার পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় লোকাল ট্রেনে হারিয়ে যাওয়া এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট ও রেজিস্ট্রেশনের কার্ড ফিরে পেল ঐ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীটি। জয়নগর থানার অন্তর্গত খাকুড়দহের বাসিন্দা শুভজিৎ মন্ডল নামে এবছরের সরবেড়িয়া টি এস সনাতন হাই স্কুলের ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা কেন্দ্র ছিলো বহড়ু হাই স্কুল।
শুক্রবার সকাল ৮.১৫ মিনিটে গোচরন থেকে শিয়ালদা -নামখানা লোকালে উঠে বহড়ুতে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় ট্রেনের বাংকের ওপর স্কুল ব্যাগ ফেলে রেখে চলে যায়।ট্রেনটি চলে যাওয়ার পরে তার মনে পড়ে সে ব্যাগটি হারিয়ে এসেছে ট্রেনের ভেতর। এই ব্যাগের মধ্যেই ছিল অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশনের কার্ড।আর এই এডমিট কার্ড হারিয়ে যাওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়ে শুভজিৎ ও তার পরিবার।শেষ পর্যন্ত বহড়ু হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চম্পক মিশ্র, সেন্টার ইনচার্জ অবর স্কুল পরিদর্শক মোজ্জামেল হক,জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল ও জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় দিতে পারে শুভজিৎ। তাকে সাহায্য করে সরবেড়িয়া টি এস সনাতন হাই স্কুলের শিক্ষকরা। এদিন বারুইপুর জিআরপি ও জয়নগর থানার উদ্যোগে তল্লাশি চালিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শুভজিৎ এর এডমিট কার্ড সহ স্কুল ব্যাগ উদ্ধার করা হয় করঞ্জলী স্টেশন থেকে।আর বহড়ু হাইস্কুলের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে এদিন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ পুলিশ কর্মীদের তরফ থেকে ঐ পরীক্ষার্থীর হাতে তুলে দেওয়া হয় এডমিট কার্ড সহ হারিয়ে যাওয়া স্কুল ব্যাগটি।আর এই ব্যাগটি ফিরে পেয়ে খুশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শুভজিৎ সহ তাঁর পরিবার।তাঁরা ধন্যবাদ জানান জয়নগর থানার আই সি সহ স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনকে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি টোটোর ব্যবস্থা যুব তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য মধ্য হাওড়ায় যুব তৃণমূলের উদ্যোগে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে হাওড়ায় ফ্রি টোটো'র ব্যবস্থা করা হলো। ছাত্রছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক আজ থেকেই শুরু হচ্ছে। এদিন হাওড়া ময়দান, জি টি রোড, সন্ধ্যাবাজারে পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে উপস্থিত থেকে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানান মধ্য হাওড়ার যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য আমরা প্রতিবছরই বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে থাকি। এ বছরেও ঠান্ডা পানীয় জল এবং হাতে গোলাপ ফুল দিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি আমরা থেকে পরীক্ষাকেন্দ্র পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ফ্রি টোটো সার্ভিস এর ব্যবস্থা করেছি। প্রসঙ্গত, আজ শুক্রবার ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৪ এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই বছর মাধ্যমিকে বসছেন ৯ লক্ষ ২৩ হাজার পরীক্ষার্থী।
পরীক্ষা শুরু হবে সকাল পৌনে ১০টা থেকে। হাওড়া জেলায় এবার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৮,৬৩২ জন। এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ২৫,৫১৬ এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৩৩,১১৬। হাওড়া জেলায় এবছর মোট পরীক্ষা কেন্দ্র ১২৮ টি। এরমধ্যে প্রধান পরীক্ষাকেন্দ্র ৩৮টি এবং উপ পরীক্ষাকেন্দ্র ৯০টি। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া আটকাতে এবার আরও কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন।

ফুলে বরণ পরীক্ষার্থীদের

আপনজন: শুক্রবার শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাধ্যমিক পরীক্ষা ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দন জানান পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র বস্ত্র কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্ণা ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মন্ত্রী ফুল ও পেন দিয়ে তাদেরকে সংবর্ধনা করেন। ছবি: আমীরুল ইসলাম

কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন কাটল নির্বিঘ্নে

আসিফা লস্কর ● নরেন্দ্রপুর

আপনজন: আতঙ্কের পরিবেশ কাটিয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হল নরেন্দ্রপুরের বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে। স্কুল চত্বরে এবং বাইরের রাস্তায় সকাল থেকেই নরেন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে আসেন নরেন্দ্রপুর থানার আইসি অনির্বাণ বিশ্বাস। কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই পরীক্ষার্থীরা সেন্টারে প্রবেশ করেন তারা। স্কুলের সামনে কোনো অভিভাবককে থাকতে দেওয়া হয়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপাতত স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সোনারপুর বিডিও সিঞ্জিনি সেনগুপ্তকে। তিনি নিজে সকাল থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রের পুরো পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই সকাল সাড়ে নটার মধ্যে তিনি স্কুলে চলে আসেন। প্রতিটি ক্লাসরুম তিনি নিজে ঘুরে দেখেন। কোথাও কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে খোঁজ নেন। পরীক্ষা শুরুর পর স্কুলে আসেন বারুইপুরের মহকুমা শাসক চিত্রদীপ সেন। তিনি দশটা দশ নাগাদ পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন এবং ঘুরে দেখেন। প্রায় আধঘন্টা পর পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে তিনি জানান পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শুরু হয়েছে। মোট ২৩১ জন পরীক্ষার্থী সবাই এসেছে বলে জানান।

মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ দুই পরীক্ষার্থী ডোমকল মহকুমায়

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: শুক্রবার রাজ্যের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলায় শুরু হয় ২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা এবার মুর্শিদাবাদ জেলায় মোট পরীক্ষার্থী ৭৮৩১৯ ও মোট পরীক্ষা কেন্দ্র ১৫৩।শুক্রবার প্রথম পরীক্ষা ছিল বাংলা,সকাল বেলায় প্রচন্ড কুয়াশাকে উপেক্ষা করেই ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছায়,পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিভাবকরাও সকাল সকাল পরীক্ষা কেন্দ্রে যায়। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকে পাঁচটি স্কুলকে পরীক্ষা কেন্দ্রে করা হয়।যথা কাজীপাড়া হরিদাস বিদ্যাভবন, সাগরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, জলঙ্গি হাই স্কুল,বাগমারা হাই স্কুল, টিকরবাড়িয়া কে এন হাই স্কুল। এদিন সকাল সাতটা থেকে পরীক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে পরীক্ষার উদ্দেশ্য রেরিয়ে।এই বছর নতুন পরীক্ষা সময় সূচি হওয়ায়, সময় ৯.৪৫ হওয়াই অনেকেই ঘুম থেকে উঠে না খেয়েই পরীক্ষা দিতে যায় এদিন। রাস্তায় ঘন কুয়াশা ছিল। তবুও জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা দিতে হাসিমুখে বাড়ি থেকে বেরোয়। পরীক্ষা শুরু সকাল ৯.৪৫ থেকে,পরীক্ষা শেষ হয় বেলা একটার সময়।
পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী পরীক্ষা হলে মোবাইল, ইলেকট্রনিক্স ঘড়ি সহ অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পাশাপাশি পরীক্ষা হলের চারিদিকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল এদিন।এদিনের পরীক্ষা চলাকালীন জলঙ্গির এক পরীক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে , অসুস্থ পরীক্ষার্থী জলঙ্গী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুরাইয়া খাতুন বাগমারা হাই স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসেছিল। মায়ের সঙ্গে প্রথমদিন পরীক্ষা দিতে এসেছিল।
সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে পরীক্ষার খাতা দেওয়ার পর পরই পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়ে সুরাইয়া খাতুন। হঠাৎ পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। পরীক্ষা কেন্দ্রেই ছিল মেডিক্যাল টিম। তারপর তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পরেও শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে সাগরপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর সেখানেই তার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। যদিও সে হাসপাতালে সুস্থ ভাবে পরীক্ষা দিতে পারেনি। যন্ত্রণার জন্য সে কিছুই লিখতে পারেনি। অসুস্থ থাকার জন্য সে অতিরিক্ত সময় চেয়েছিল কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। ১টা ১ মিনিটে তার খাতা জমা নিয়ে নেওয়া হয়। ঘটনায় চিন্তিত অসুস্থ পরীক্ষার্থী সুরাইয়া খাতুন সহ তার মা,কিভাবে বাকি পরীক্ষা দেবে সেই চিন্তায় চিন্তিত।
অপর দিকে ডোমকলে অসুস্থ হল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী।অসুস্থ পরীক্ষার্থীর নাম সায়ন সেখ। মধুরকুল হাই স্কুলে সে পরীক্ষা দিচ্ছিল। অসুস্থ হয়ে পড়লে তড়িঘড়ি তাকে পুলিস উদ্ধার করে ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন সেখানেই চিকিৎসারত ছিলেন।তবে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর সামনে আসেনি মাধ্যমিক এর প্রথম পরীক্ষার দিনে সুস্থ ভাবে সম্পূর্ণ হয় শুক্রবার প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষা।

যুগ্ম আহ্বায়ক ঘোষিত হতেই ফের খয়রাশোল ব্লক তৃণমূলে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম থেকে চরমতম পর্যায়ে পৌঁছেছিল পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে। যদিও ইতিপূর্বে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরে তৃণমূল কংগ্রেসের তিন ব্লক সভাপতিকে খুন হতে হয়। সম্প্রতি ব্লক সভাপতি থাকাকালীন কাঞ্চন অধিকারীর বিপক্ষে দল তৈরী হয় এবং প্রকাশ্যে তার বিরোধিতা শুরু হয়।এমনকি সভা করতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হয়ে জখম হয়ে পড়েন ব্লক তৃণমূল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী।উল্লেখ্য খয়রাশোল ব্লকের দলীয় পর্যবেক্ষক বনাম ব্লক সভাপতির দ্বন্দ্ব নিয়ে মৃণাল কান্তি ঘোষ ও শ্যামল গায়েন কে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ব্লক সাংগঠনিক পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে কাঞ্চন অধিকারী ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন এবং কোন কমিটি থেকেও পদত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সরাসরি শ্যামল গায়েনের বিভিন্ন দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।যা দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে বলে মত ব্যক্ত করেন।এনিয়ে ব্যক্তিগত ভাবে শুরু হয়েছে কুৎসা প্রচারের ছড়াছড়ি।অন্যদিকে ফেসবুকেও শুরু হয়েছে দলীয় কোন্দলের কাদা ছোড়াছুড়ি।
মুখত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। সেই জেরে দলীয় কর্মসূচি পৃথক পৃথক ভাবে পালনের চিত্র প্রকট হয়ে ওঠে।বিজয়াসম্মীর অনুষ্ঠান ঘিরে ফের সংঘাত সামনে আসে,যা নিয়ে অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হয়।পরবর্তীতে উভয়পক্ষের লোকজন নিয়ে সিউড়ি তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে জেলা নেতৃত্ব আলোচনা করে ছয় সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে বিজয়াসম্মীর অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব দেন।পরবর্তীতে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লক কমিটি গঠনের সময় খয়রাশোল ব্লকে কাঞ্চন অধিকারী, মৃণালকান্তি ঘোষ,কাঞ্চন দে, উজ্জ্বল হক কাদেরী ও শ্যামল গায়েন এই পাঁচজনের নাম মনোনীত হয়ে আসে তৃণমূল ব্লক কমিটি হিসেবে। আজ শুক্রবার
বীরভূম জেলা তৃণমূল কোর কমিটির ৫ সদস্যের মধ্যে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী ও সুদীপ্ত ঘোষের উপস্থিতিতে খয়রাশোল ব্লক দলীয় কার্যালয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই ব্লক তৃণমূলের পাঁচজন সদস্যের মধ্যে আগামী লোকসভায় তৃণমূলের ফলাফল কি হয় সেই নিয়ে গুঞ্জন এলাকা জুড়ে।বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, জেলার ১১ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে খয়রাশোল ব্লক যুক্ত দুবরাজপুর বিধানসভা আসনটি বিজেপি নিজেদের দখলে নিয়ে আসে।

গ্যাসের ভর্তুকির নামে প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: গ্যাসের ভর্তুকি ঢুকবে ভেবে ওটিপি দিতেই সর্বনাশ। কী হল তমলুকের বাসিন্দাদের? গ্যাসের ভর্তুকির টাকা ঢুকবে, কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট নেই, তোমার নম্বরটা একটু দে।' এই বলেই ফোন এসেছিল তমলুকের বাসিন্দা কার্তিক পাত্রের কাছে। বলা হয়েছিল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের একটি অ্যাকাউন্ট নম্বর লাগবে। পরিচিত ব্যক্তির ফোন আসায় নির্দ্বিধায় নিজের অ্যাকাউন্ট নম্বর দিয়ে দিয়েছিলেন কার্তিক। বলা হয়েছিল তাঁর কাছেই ওটিপি চেয়ে আসবে ফোন। যেমন বলা হয়েছিল, তেমনভাবেই ফোন আসে। আধার নম্বর দিয়ে দেন কার্তিক। ওটিপি-ও আসে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। কার্যত সব হারিয়েছেন তমলুকের বাসিন্দা। সাইবার থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। আর্থিক প্রতারণা নিয়ে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিভিন্ন মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে সতর্কবার্তা। কিন্তু তারপরও এমন সব ঘটনা সামনে আসছে। কার্তিক পাত্র তমলুক থানার খারুই-এর বাসিন্দা। এই বিষয়ে কার্তিক পাত্র জানান, আমার ফোনে ওটিপি আসার কথা বলা ছিল। সেই নম্বর ফোনে আসে। সেটা দেখে বলার পর থেকেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কাটা শুরু হয়। প্রায় ৫০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমে এই চক্রে কারা কারা কোথা থেকে কিভাবে যুক্ত আছে তা জানার চেষ্টা করছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চাম্পাহাটিকে যানজট মুক্ত করতে রেল ওভার ব্রিজের পরিকল্পনা

বাবলু প্রামাণিক ● চাম্পাহাটি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুর চামপাহাটি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যানজট নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনা নতুন উড়ালপুল। যার ফলে সুবিধা হবে কয়েক লক্ষ মানুষের। নিত্য প্রতিদিন যাতায়াতে সাধারণ মানুষ থেকে অসুস্থ রোগী কে নাজাহাল হতে হয়। বহু বছর ধরে যানজট যন্ত্রণায় ভুগছে চম্পাহাটি বাসী সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ, তার কথা চিন্তা করে শুক্রবার সকালে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, এবং পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের চিপ ইঞ্জিনিয়ার পলাশচন্দ্র শ্যাম আজ চাম্পাহাটি রেল উড়াল পুলের প্রস্তাবিত পরিকাঠামো স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। পরিদর্শন করলেন সেই সমস্ত এলাকায় যেখান দিয়ে আর ও বি উঠবে এবং নামবে। তাছাড়া চম্পাহাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অসিত বরণ বলেন, দীর্ঘদিনের সাধারন মানুষের সমস্যা আমরা বারবার প্রশাসনকে জানিয়েছি,আজ তার সুরাহা হতে চলেছে। অত্যন্ত খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক মহল প্রত্যেকেই। তাছাড়া পথ চলতি মানুষ তারাও দীর্ঘদিনের যানজট সমস্যা থেকে রেহাই পাবে, তাদের এই স্বপ্নের রেল ওভার ব্রিজ তৈরি হলে।

জয়রাম বাটীর ধর্ম সভায় শান্তি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● জয়রাম

আপনজন: জয়রাম বাটী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল ধর্মসভা। সেই ধর্ম সভায় শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দেয়া হয়। বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন । স্বামী অনন্তানন্দ মহারাজ, আমি সুদয়ানন্দ মহারাজ ,বর্ধমানের বিশিষ্ট সাংবাদিক মোল্লা সফিকুল ইসলাম সহ জয়রামবাটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশনের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা। এই মঞ্চ থেকে ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার ও দুস্থ অসহায়দের শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সমস্ত মহারাজরা শান্তি সম্প্রীতির বার্তা দেন তারা বলেন যে একটি রাজনৈতিক দল শুধু স্বার্থের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করছে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করছে। পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সাংবাদিক মোল্লা সফিকুল ইসলাম বলেন স্বামী বিবেকানন্দ মানুষে মানুষের মধ্যে মিল মহব্বত ও মানুষকে ভালোবাসায় ঈশ্বর সেবা বলেছেন। তিনি হাদিসের কথা উল্লেখ করে বলেন কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলবেন তার বান্দাকে আমি যখন অসুস্থ ছিলাম, আমি যখন অভাবগ্রস্ত ছিলাম ,আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম তখন তোমরা আমাকে সাহায্য করো নি। বান্দা বলবেন হে রাব্বুল আলামিন আপনি তো মহান প্রতিপালক আপনি তো সর্ব জ্ঞানী সমস্ত ক্ষমতার আধার আপনি । আপনি কি করে অভাব গোস্ত ছিলেন আপনি কি করে সাহায্য প্রার্থী ছিলেন ।তখন মহান রাব্বুল আলামীন বলবেন মানুষকে সাহায্য করলে আমাকে সাহায্য করা হতো। মোল্লা সফিকুল ইসলাম ওই মঞ্চে তার বক্তব্যে আরও বলেন শিকাগো ধর্ম সভা থেকে যখন ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় স্বামী বিবেকানন্দ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময়ে এক সংবর্ধনা সভায় এক মুসলিম ভিখারিকে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে সাদর আপ্যায়ন করেন । তিনি বলেন যখন পদব্রজে তিনি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন তখন ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েন তখন এই ব্যক্তি তাকে খাদ্য পানীয় দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দ এরকমই বার্তা দিয়ে গেছেন। জয়রাম বাটী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধা নন্দ মহারাজ বলেন স্বামী বিবেকানন্দের অনেক বন্ধু ছিলেন মুসলিম ।রামকৃষ্ণ দেব মসজিদে গিয়েছিলেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি বলেছিলেন সব শিয়ালের এক ডাক। স্বামী বিবেকানন্দ কাশ্মীরের মুসলিম কন্যা কে কুমারী পুজা করেছিলেন। স্বামী প্রবুদ্ধা নন্দ আরো বলেন স্বামী বিবেকানন্দ এটাই শিখিয়েছেন ভেদ মানে হচ্ছে পাপ আর অভেদ মানে পুণ্যি। যারা বিভেদ করবে তারা কখনো ধর্ম করতে পারে না। উদার হতে হবে আর সেটাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মা সারদা দেবী শিক্ষা দিয়ে গেছেন ।তাদের মধ্যে উদার চিন্তাভাবনা ছিল যেটা মানুষের বোঝার ক্ষমতার বাইরে। প্রতিটি বক্তার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর বক্তব্য দর্শক দেরকে আনন্দিত করে । জয়রাম বাটি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধা নন্দ মহারাজের প্রতি সবাই কৃতজ্ঞতা জানান ।

প্রথম নজর

যুক্তরাষ্ট্রে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, বহু হতাহতের আশঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় একটি আবাসিক এলাকায় একটি ছোটো উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় সময় রাতে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এই অঙ্গরাজ্যে দুর্ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
প্রতিবেদনে জানানো হয়, বিধ্বস্ত হওয়া উড়োজাহাজটি একটি সিঙ্গেল ইঞ্জিন বিচক্র্যাফট বোনানজা ভি ৩৫ বিমান। এসব বিমান বেশ হালকা এবং সর্বোচ্চ ৬ আসনের হয়। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফ্লোরিডার ক্লিন ওয়াটার শহরের যে আবাসিক এলাকায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে, সেটি বেশ ঘণবসতিপূর্ণ। মূলত দরিদ্র লোকজনই থাকেন সেখানে এবং অধিকাংশ বাড়িঘর ভ্রাম্যমান কিংবা অস্থায়ী (মোবাইল হোম)।
বিধ্বস্ত হওয়ার সময় উড়োজাহাজটিতে কতজন যাত্রী ছিলেন– তা জানা যায়নি। তবে বাড়িঘরের ওপর সেটি আছড়ে পড়ার পর অনেক বাড়িঘরে আগুন ধরে যায়। এ কারণেই হতাহতের সংখ্যা অনেক বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ক্লিনওয়াটারের ফায়ার সার্ভিস বিভাগের প্রধান স্কট ইলার্স বলেন, ‘বিমানটি বিধ্বস্ত সময় অনেক বাড়িতে লোকজন ঘুমিয়ে ছিলেন। শুক্রবার ভোরের দিকে আগুন নিয়ন্ত্রনে এসেছে। হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। আমাদের কর্মীরা সেখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করছেন।’

রাজাকে হত্যার পর প্রাসাদ থেকে রানিকে অপহরণ

আপনজন ডেস্ক: নাইজেরিয়ার ঐতিহ্যবাহী রাজা সেগুন আরেমুকে প্রাসাদে ঢুকে গুলি করে হত্যার পর রানিকে অপহরণ করেছে দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সশস্ত্র গোষ্ঠী। এ সময় রাজার স্ত্রীর সঙ্গে থাকা আরও একজনকে অপহরণ করেছে বন্দুকধারীরা।
বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) রাতে নাইজেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোয়ারা রাজ্যে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
বিবিসি জানিয়েছে, সেগুন আরেমু একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ও রাজা। তার আনুষ্ঠানিক উপাধি কোরোর ওলুকোরো। তার ওপর হামলা করা বন্দুকধারীরা কারা বা তারা কোনো মুক্তিপণ দাবি করছে কি না, তা স্পষ্ট নয়।
অপহরণের ঘটনা মোকাবিলায় নাইজেরিয়ায় জরুরি অবস্থা জারির দাবি ওঠার দিন কয়েকের মধ্যেই এই হত্যা ও অপহরণের ঘটনা ঘটল।
প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবুর কাছে দেশটির সুশীল সমাজের ৫০টি সংগঠন জরুরি অবস্থা জারির দাবি জানাচ্ছে। তারা বলছে, গতবছর মে মাসে তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ১ হাজার ৮০০’র বেশি মানুষ অপহৃত হয়েছে।
রাজা আরেমু হত্যাকাণ্ডকে বেপরোয়া, মর্মান্তিক ও জঘন্য আখ্যা দিয়েছেন গভর্নর আব্দুল রহমান আব্দুল রাজ্জাক। তিনি বলেছেন, এ ঘটনায় দায়ীদের আটক করবে কর্তৃপক্ষ।
তাদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এ সপ্তাহের শুরুর দিকে অপহরণকারীরা কাছের একিতি রাজ্যে পাঁচ স্কুলশিশু এবং চার শিক্ষককে জিম্মি করে তাদের মুক্তির জন্য বড় অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করেছে।
বুধবার রাতে রাজধানী আবুজার বোয়ারি শহরতলীতে অপহৃত হয়েছে এক ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা। এই এলাকার কাছেই আরেকটি বাড়ি থেকে গতমাসে ছয় বোনকে তাদের বাবাসহ অপহারণ করা হয়েছিল। মুক্তিপণ দিতে দেরির কারণে ওই ছয় বোনের একজনকে মেরে ফেলা হয়।

টঙ্গীর বিশ্ব তবলিগি ইজতেমা ময়দানে জুম্মার নামাজ আদায় করলেন লাখো মুসল্লি

মীর আফরোজ জামান ● টঙ্গী

আপনজন: ব্যাপক উদ্দীপনা ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে আজ শুক্রবার শুরু হয়েছে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। এ পর্বে অংশ নিয়েছেন বাংলাদেশের মাওলানা জুবায়েরের অনুসারীরা। এদিন দুপুর পৌনে ২টায় জুমার নামাজ শুরু হয়। নামাজে ইমামতি করেন মাওলানা জুবায়ের। জুমার নামাজে খুতবা পাঠ শুরু হয় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।
ইজতেমার ময়দানের মুসল্লি ছাড়াও জুমার নামাজে অংশ নিতে ঢাকা-গাজীপুরসহ আশপাশের এলাকার বিপুল সংখ্যক মুসল্লি ইজতেমাস্থলে হাজির হন।
আজ ফজর নামাজের পর বয়ান করেন পাকিস্তানের মাওলানা আহমদ বাটনা সাহেব। সকাল ১০টা থেকে তালিম করেন পাকিস্তানের মাওলানা জিয়াউল হক।
শীত উপেক্ষা করে ভোর থেকেই বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্বে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে হাজার হাজার মুসল্লি জড়ো হন। শুকনো খাবার, পানি, বিছানাসহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে মুসল্লিরা সারিবদ্ধভাবে ছুটতে থাকেন টঙ্গীর তুরাগের তীরের ইজতেমা ময়দানের দিকে। জুমার নামাজের আগেই ময়দান পরিণত হয় জনসমুদ্রে। জুমার নামাজে অংশ নেন লাখো মুসল্লি। ওই সময় ইজতেমার ময়দান ছাপিয়ে আশপাশের সড়কগুলোতে ছড়িয়ে পড়েন মুসল্লিরা। অনেকে বিভিন্ন ভবনের ছাদে নামাজ আদায় করেন।
জুমার নামাজের সময় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানবাহন চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশের পক্ষ থেকেও সড়কটি নামাজের সময় বন্ধ রাখার কথা জানানো হয়। নামাজের পর যান চলাচল শুরু হয়। তবে মুসল্লিদের ভিড়ের কারণে খুবই ধীর গতিতে চলছে বাস-ট্রাকসহ অন্যান্য যানবাহন।
গাজীপুরের চৌরাস্তা থেকে আসা মুসল্লি সফিকুল ইসলাম বলেন, সকাল সাড়ে ৮টায় বাসা থেকে বের হয়েছি ইজতেমার মাঠে জুমার নামাজ আদায় করার জন্য। চৌরাস্তা থেকে হারিকেন পর্যন্ত গাড়িতে আসতে পেরেছি। তারপর পায়ে হেঁটে তিন ঘন্টা পর মিলগেটের দিকে যাচ্ছি। যে যেখানে পারছে সেখানেই বসে পড়ছে জুমার নামাজ আদায় করার জন্য।
বৃহস্পতিবার রাত ৯টা পর্যন্ত বিশ্বের ৪৩ দেশের এক হাজার ৫৬৯ জন বিদেশি ইজতেমায় উপস্থিত হয়েছেন। ৪৩ দেশের মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, কুয়েত, সৌদি আরব, আফগানিস্তান, জাপান, ওমান, কানাডা, মোজাম্বিক, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিরগিজস্তান, সিঙ্গাপুর, ইতালি, জর্ডান ও যুক্তরাজ্য অন্যতম। প্রথম পর্বের ইজতেমার মিডিয়া সমন্বয়ক মো. হাবিবুল্লাহ রায়হান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ইজতেমার প্রথম পর্বের মোনাজাত ৪ ফেব্রুয়ারি। চার দিন বিরতির পর ৯ ফেব্রুয়ারি ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে ১১ ফেব্রুয়ারি মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হবে এবারের বিশ্ব ইজতেমা।

ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধে সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ৮ শতাধিক পশ্চিমা কর্মকর্তা

আপনজন ডেস্ক: চলমান রক্তক্ষয়ী ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধে নিজেদের সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের আট শতাধিক কর্মকর্তা। ইসরায়েল-গাজা যুদ্ধে তাদের নিজস্ব সরকারের নীতি ‘আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন’ হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তারা। এ বিষয়ে একটি বিবৃতিতেও স্বাক্ষর করেছেন ওই কর্মকর্তারা।
‘ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক বিবৃতিতে’ বলা হয়েছে, তাদের প্রশাসন ‘এই শতাব্দীর সবচেয়ে খারাপ মানব বিপর্যয়ের মধ্যে একটি’ এর সাথে জড়িত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এরপরও তাদের মতো বিশেষজ্ঞের পরামর্শকে উপেক্ষা করা হয়েছে।
সরকারি কর্মকর্তাদের এই প্রতিবাদ ইসরায়েলের প্রধান পশ্চিমা মিত্রদের কয়েকটি সরকারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাত্রার ভিন্নমতের সর্বশেষ চিহ্ন।
বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী এবং মার্কিন সরকারের সঙ্গে ২৫ বছরেরও বেশি জাতীয় নিরাপত্তা বিভাগে কাজ করছেন এমন এক কর্মকর্তা বিবিসিকে বলেছেন, সরকার তাদের উদ্বেগকে ‘নিরবিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন’ রেখেছেন।
তিনি বলেন, ‘যারা অঞ্চল এবং গতিশীলতা বোঝেন তাদের কণ্ঠ শোনা হয়নি।’
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই কর্মকর্তা আরো বলেছেন, ‘এখানে আসলেই ভিন্নতার বিষয়টি হচ্ছে, আমরা কিছু প্রতিরোধ করতে পরছি না, আমরা সক্রিয়ভাবে জড়িত। এটি অন্য যে কোনও পরিস্থিতি থেকে মৌলিকভাবে আলাদা।’
বিবৃতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানিসহ ১১টি ইউরোপীয় দেশের বেসামরিক কর্মচারীরা স্বাক্ষর করেছেন।
এতে বলা হয়েছে, ইসরায়েল গাজায় তার সামরিক অভিযানে ‘তার সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছে, যার ফলে হাজার হাজার প্রতিরোধযোগ্য বেসামরিক মৃত্যু হয়েছে; এবং... ইচ্ছাকৃতভাবে সাহায্য বন্ধ করা... হাজার হাজার বেসামরিক মানুষকে অনাহার এবং ধীর মৃত্যুর ঝুঁকিতে ফেলেছে।’

ইউপার্লামেন্টে ডিম ও পাথর ছুড়ে কৃষকদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

আপনজন ডেস্ক: কর হ্রাস, উৎপাদন খরচ কমানো ও সস্তা আমদানি বন্ধের দাবিতে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের দিকে ডিম ও পাথর ছুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন একদল কৃষক।
বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অবস্থিত ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ভবনের কাছে ওই বিক্ষোভের সময় তারা টায়ারে আগুন জ্বালায় এবং আতশবাজি ফোটায়।
সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ইতালি, স্পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আসা কৃষকরা এদিন ব্রাসেলসের বিক্ষোভে অংশ নেন। পর্তুগাল, গ্রিস এবং জার্মানিতেও কৃষকরা একই কারণে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ইইউর ভূমিকা নিয়েও তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
স্প্যানিশ ফার্মার্স ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে ব্রাসেলসে আসা হোসে মারিয়া ক্যাস্টিল্লা বলেন, “ইউরোপীয় কমিশন থেকে প্রতিদিনই যেসব উল্টাপাল্টা আইন জারি হচ্ছে আমরা চাই সেগুলো বন্ধ হোক।”
এ বিষয়ে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী গ্যাব্রিয়েল আতাল বলেন, “ইউরোপের সব জায়গায় এই প্রশ্ন উঠছে: কীভাবে আমরা আরো ভালো উপায়ে আরো বেশি পণ্য উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারবো? কীভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা অব্যাহত রাখবো? কীভাবে আমরা বিদেশি দেশের অন্যায্য প্রতিযোগিতা এড়িয়ে যেতে পারবো?”
তিনি ফ্রান্স এবং ইইউ পর্যায়ে কৃষকদের জীবন আরো সহজ ও অধিক সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এজন্য তিনি ইউরোপে নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার করে এমন পণ্যের সস্তা আমদানি নিষিদ্ধ করা এবং পণ্য আমদানি করা হলে সেখানে যেন খাদ্যের লেবেল স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে তা নিশ্চিত করা সহ আরো কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলেছেন।
কৃষকদের জন্য আরো সহায়তার ব্যবস্থাও দ্রুত শুরু হবে বলে জানান তিনি।

এত তাপমাত্রা আগে কোনোদিন দেখেনি আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনায় তাপপ্রবাহ এবং তার প্রভাবে সৃষ্ট ব্যাপক গরমে নাভিশ্বাস উঠছে জনগণের। ফুটবল বিশ্বকাপজয়ী এই দেশটির অধিকাংশ অঞ্চলে বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি বা তার কিছু বেশি।
রাজধানী বুয়েন্স এইরেস নিবাসী ব্যবসায়ী ডিয়েগো গ্যাটি বলেন, গরমে সবকিছু গলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। একটু শীতলতার জন্য সবাই সমুদ্র-হ্রদ-নদীর দিকে ছুটছে। জলাশয় থেকে দূরবর্তী এলাকাগুলো রীতিমতো নরকে পরিণত হয়েছে। ২৭ লাখ ৮০ হাজার ৪০০ বর্গকিলোমিটারের দেশ আর্জেন্টিনায় বসবাস করেন মাত্র ৪ কোটি ৫০ লাখের কিছু বেশি মানুষ। কৃষিতে সমৃদ্ধ আর্জেন্টিনা আন্তর্জাতিক বাজারে গম, ভুট্টা ও সয়াবিনের গুরুত্বপূর্ণ যোগানাদাতা। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের দেশটির অবস্থান দক্ষিণ গোলার্ধে হওয়ায় এটির শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর সময় উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোর বিপরীত। অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে যখন উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোতে ব্যাপক শীত থাকে, সে সময় দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলো ভরা গ্রীষ্মকাল পার করে। গ্রীষ্মকালে গরম খুবই স্বাভাবিক, তবে আর্জেন্টিনার জন্য চলতি গ্রীষ্মকাল ব্যতিক্রম।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর আগে তাপমাত্রার পারদ এত উঁচুতে দেখেনি আর্জেন্টিনা। প্রায় সব অঞ্চলে তাপপ্রবাহ বয়ে যাওয়ায় এরই মধ্যে দেশজুড়ে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।
৪৭ বছর বয়স্ক সের্গিও প্যাভন বলেন, এমনকি এয়ার কন্ডিশনও এখন যথেষ্ট নয়। বাড়িঘরের ছাদ রীতিমতো আগুন হয়ে আছে এবং সেখান থেকে ঘরের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছে গরম। ঘরে থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এ কারণে সবাই সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয়ের দিকে ছুটছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মার্কিন হামলা হলে দৃঢ় জবাব দেবে ইরান : হুঁশিয়ারি রাইসির

আপনজন ডেস্ক: জর্দানে তিন মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার প্রতিশোধ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো সম্ভাব্য হামলার বিরুদ্ধে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি শুক্রবার কঠোর হুঁশিয়ারি জারি করেছেন। এএফপির এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড পরিচালিত একটি উপসাগরীয় নৌঘাঁটি পরিদর্শনের সময় রাইসি বলেন, ‘আমরা অনেকবার বলেছি, আমরা কোনো যুদ্ধের সূচনাকারী হব না। তবে যদি কোনো দেশ, নিষ্ঠুর শক্তি তাণ্ডব করতে চায়, তাহলে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দৃঢ়ভাবে জবাব দেবে।’
বন্দর আব্বাসে ঘাঁটি পরিদর্শন করার সময় রাইসি বলেন, এ অঞ্চলে ইরানের সামরিক শক্তি অন্য কোনো দেশের জন্য হুমকি ছিল না এবং এখনো নয়। তবে এটি নিরাপত্তার একটি উৎস, যার ওপর এই অঞ্চলের দেশগুলো নির্ভর করতে পারে এবং বিশ্বাস করতে পারে।
ইরানি প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আজ আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুর কিছু করার ক্ষমতা নেই; কারণ তারা জানে, আমাদের বাহিনী শক্তিশালী ও সক্ষম।’
এএফপির তথ্য অনুসারে, ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ চলছে।
জর্দানের একটি ঘাঁটিতে রবিবার ড্রোন হামলায় মার্কিন সেনাদের মৃত্যুর ঘটনাটি এই অঞ্চলে যুদ্ধকালীন উত্তেজনায় প্রথম মার্কিন সামরিক ক্ষয়ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই হামলার জন্য ‘ইরান সমর্থিত উগ্র সশস্ত্র গোষ্ঠীকে’ দায়ী করেছেন।
বাইডেন বলেছেন, তিনি ইতিমধ্যে মারাত্মক বোমা হামলার প্রতি মার্কিন প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে জনসমক্ষে পরিকল্পনা বা সময় সম্পর্কে বিস্তারিত জানাননি।
পাশাপাশি তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি মধ্যপ্রাচ্যে বৃহত্তর যুদ্ধ চাইছেন না।
এ ছাড়া হোয়াইট হাউস সতর্ক করে বলেছে, হামলার প্রতিশোধ নিতে ‘একাধিক পদক্ষেপ’ নেওয়া হতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাইডেন শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে মৃতদেহ প্রত্যাবর্তনের তত্ত্বাবধান করবেন। সেখানে তাঁদের সামরিক সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হবে।
ইরান হামলার সঙ্গে কোনো যোগসূত্র অস্বীকার করে বলেছে, তারা মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের ‘বিস্তার’ চাইছে না।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩০ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৫
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৪৯	
মাগরিব	৫.৩০	
এশা	৬.৪২	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করলো বেলজিয়াম

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় একটি বেলজিয়ান উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) কার্যালয়ে ইসরায়েলি বাহিনী বোমা ফেলার জেরে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাদজা লাহবিব এ তথ্য জানিয়েছেন।
সামাজিক যোগাযোগামাধ্যম এক্সে বোমায় বিধ্বস্ত এনজিও কার্যালয়টির ছবি পোস্ট করে হাদজা লাহবিব বলেন, ‘বেসামরিক ভবনগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানানো একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।’
তিনি আরো বলেন, তিনি এবং বেলজিয়ামের উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী ক্যারোলিন গেনেজ যৌথভাবে ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছেন।
এ ইস্যুতে এখনও আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি ইসরায়েল।
বহু বছর ধরে ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর চালানো গণহত্যা, নিপীড়ণ ও ভূমি কেড়ে নেয়ার প্রতিবাদে গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের ইরেজ সীমান্তে অতর্কিত হামলা চালায় গাজা উপত্যকাভিত্তিক স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাস। এ হামলায় ১ হাজার ২০০ জনেরও বেশি সামরিক-বেসামরিক ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিক নিহত হয়। সেই সঙ্গে জিম্মি হিসেবে ধরে নিয়ে যায় আরো ২৪০ জন ইসরায়েলি এবং অন্যান্য দেশের নাগরিককে।

কেনিয়ায় ভয়াবহ গ্যাস বিস্ফোরণে নিহত ৩, আহত প্রায় ৩০০

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় একটি গ্যাস সিলিন্ডারবাহী লরি বিস্ফোরণে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছে প্রায় ৩০০ মানুষ।
বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানী নাইরোবির এমবাকাসি জেলায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। দেশটির সরকারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, গ্যাস পরিবহনকারী একটি লরি বিস্ফোরিত হলে আগুনের বিশাল কুণ্ডলী তৈরি হয়। এতে বেশ কিছু বাড়ি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে বিস্ফোরণস্থলের পাশে থাকা কয়েকটি ফ্লাটে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে।
প্রথমে অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বিস্ফোরণ একটি গ্যাস উৎপাদন কারখানায় ঘটেছে। বিস্ফোরণের কারণ এখনো জানা যায়নি। এমবাকাসির পুলিশ প্রধান ওয়েসলি কিমেতো বলেছেন, দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। কেনিয়া রেড ক্রস বলেছে, তারা আহত অবস্থায় অন্তত ২৭১ জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে এবং ২৭ জনকে ঘটনাস্থলেই চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। সরকারের মুখপাত্র আইজ্যাক মওয়াউরা মওয়াউরা বলেন, বিস্ফোরণে সৃষ্ট আগুনের গোলা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটি উড়ন্ত গ্যাস সিলিন্ডার একটি গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল গুদামে আঘাত করলে সেখানেও আগুন ধরে যায়।

প্রথমবারের মত ইসরায়েলিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিল যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরে অবৈধ ইহুদি বসতি স্থাপনের অভিযোগে প্রথমবারের মতো চার ইসরায়েলির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টিতে অনুমোদন দিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তরা হলেন- ডেভিড শাই চাসদাই (২৯), ইনোন লেভি (৩১), ইনান তানজিল (২১) এবং শালোম জিচেরমান (৩২)।
শুক্রবার (২ ফেব্রুয়ারি) একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য মিশিগান সফরে গিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয় বা ট্রেজারি বিভাগ দেশটির ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রওনা হওয়ার আগে নিষেধাজ্ঞার আদেশে স্বাক্ষর করে গেছেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রের এই নিষেধাজ্ঞার ফলে এখন থেকে দেশটিতে প্রবেশ এবং সেখানে কোনো সম্পদ কিনতে পারবেন না এই চার ইসরায়েলি। যতদিন নিষেধাজ্ঞা থাকবে-ততদিন দেশটিতে অর্থনীতি এবং অর্থব্যবস্থার সঙ্গেও কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন না তারা।

NAME CHANGE

I, SK PESOWAR, S/o SARAFAT HOSSAIN, residing at Vill. & P.O. Mahendrapur, P.S. – Harishchandrapur, Dist. – Malda.
My son’s actual name is “ABDUL RAJJAK” which is recorded in his AADHAR Card, vide no. 654540637918, But on his Voter Id Card his name has been wrongly recorded as “BIBEK ALI”.
Do hereby solemnly affirmed and declared by affidavit no. 99 before Executive Magistrate, Chanchal on 31.12.2019 That in order to make a declaration mainly in that regard this affidavit is being required to be sworn by me that “ABDUL RAJJAK” and “BIBEK ALI” is the same and one identical person.

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১৮ মাঘ ১৪৩০, ২১ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

এই পৃথিবী মানবের তরে

স্কটিশ লেখক রবার্ট লুইস স্টিভেনসন ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডক্টর জেকিল ও মিস্টার হাইড'। একই মানুষের দুইটি রূপ ছিল—ভালো সত্তাটি হইল 'ডক্টর জেকিল' এবং খারাপ সত্তাটি মিস্টার হাইড। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য এক কথায় :মানুষ একই সঙ্গে দেবতা ও দানব। এই চিত্র আমরা সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই দেখিতে পাই। শুভ সত্তাসম্পন্ন ডক্টর জেকিলদের মাধ্যমে পৃথিবী মানুষের জন্য একদিকে বসবাস উপযুক্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিবে, অন্যদিকে অশুভ সত্তার 'মিস্টার হাইডদের' মাধ্যমে পৃথিবী অগ্রসর হইতে থাকিবে ধ্বংসের দিকে। ইহা যেন শুভ-অশুভের লড়াই। প্রসঙ্গক্রমে আমরা স্মরণ করিতে পারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তিনসঙ্গী' গল্পের 'শেষ কথা'র অংশটি। অচিরা তার নানাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি সেদিন বলছিলে না, মানুষের সত্য তার তপস্যার ভিতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়ে উঠছে? তার অভিব্যক্তি বায়োলজির নয়।' তখন দাদু বলিলেন, '...পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে। কেবলমাত্র তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরো তপস্যা সামনে আছে, আরো স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা। পুরাণে দেবতার কল্পনা আছে, কিন্তু অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।'

অর্থাত্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সৃষ্ট চরিত্রের মাধ্যমে জানাইয়াছেন, এই সভ্যতা যতই আগাইয়া যাইবে ততই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়িবে। অন্যদিকে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বৈজ্ঞানিক অ্যাভি লোয়েব বলিয়াছেন, যেই দিন মানুষ প্রযুক্তির শীর্ষে পৌঁছাইয়া যাইবে, সবচাইতে উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে, সেই দিন মানবজাতি ধ্বংসের মুখে পৌঁছাইয়া যাইবে। তিনি মনে করেন, 'মানুষের লোভের কারণে যেইভাবে পৃথিবীর অবস্থা দিনদিন খারাপ হইতেছে, তাহাতে মনে হয় না মানুষ আর খুব বেশি দিন পৃথিবীতে থাকিতে পারিবে। তিনি বলেন, 'ক্লাইমেট চেঞ্জ তো রহিয়াছেই, তাহার সহিত মানুষের তৈরি দুইটি আরো ভয়ংকর সমস্যা সম্মুখীন হইবে পৃথিবী। প্রথমটি মহামারি। দ্বিতীয়টি যুদ্ধ। ইতিমধ্যে জলবায়ুর লাগাতার পরিবর্তনে হিমবাহ দ্রুত গলিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের উচ্চতা প্রতিনিয়ত বাড়িতেছে। কয়েক শত বত্সর ধরিয়া ঘুমাইয়া থাকা আগ্নেয়গিরিগুলি পুনরায় জাগিয়া উঠিতেছে। দাবানলের সংখ্যা বাড়িতেছে দিনকে দিন। অন্যদিকে বিভিন্ন শক্তিধর দেশে শত শত পারমাণবিক বোমা বসানো-ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করা আছে। অন্তত ১ হাজার ৮০০ পরমাণু বোমা রহিয়াছে, যেইগুলি খুব স্বল্প সময়ের নোটিশে নিক্ষেপ করা যাইবে। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট ইতিপূর্বে বলিয়াছে, বর্তমানে বিশ্বে যেই পরিমাণ পরমাণু বোমা মজুত রহিয়াছে তাহা দিয়া সমগ্র বিশ্বকে ৩৮ বার পুরাপুরি ধ্বংস করিয়া ফেলা যাইবে।

সুতরাং পৃথিবীতে চলিতেছে শুভ-অশুভ শক্তির দ্বন্দ্ব। মানুষই দেবতা, মানুষই দানব। উভয় শক্তিরই দড়ি টানাটানি হইতেছে। যাহার জোর অধিক তাহারই জয় হইবে। কাজী নজরুলের মতো বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জাহান্নামের আগুনে বসিয়া পুষ্পের হাসি দেওয়া কি কাহারো পক্ষে সম্ভব? এই পৃথিবীকে রক্ষা করিতে হইলে শক্তিবৃদ্ধি করিতে হইবে শুভ সত্তার, যাহাতে বিনাশ ঘটানো সম্ভব হয় দানবসত্তার। আমরা কেবল আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি, বিধ্বংসী ঝড়বৃষ্টির পর প্রকৃতি শান্ত হইবে, দিকে দিকে যুদ্ধ-অশান্তি-নরহত্যা আর ধ্বংসযজ্ঞের পর সকলের নিশ্চয়ই উপলব্ধি ঘটিবে—এই পৃথিবী মানবের তরে, দানবের তরে নহে।

রাশিয়ার সঙ্গে কেন সমঝোতা চান আগের চেয়ে বেশি ইউক্রেনীয়

প্রায় দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধের ভয়াবহতা সয়ে টিকে রয়েছেন ইউক্রেনীয়রা। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া আগ্রাসন শুরুর পর ৬৩ লাখ ইউক্রেনীয় দেশ ছেড়েছেন। আর দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৩৭ লাখ। এই যুদ্ধ ভূরাজনৈতিক ও বাস্তুসংস্থানিক স্বাভাবিকতা ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু সাধারণ ইউক্রেনীয় যাঁরা দেশটিতে রয়ে গেছেন আর প্রতিদিন লড়াই করে বেঁচে থাকছেন, তাঁরা প্রতিদিন নারকীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন। লিখেছেন **জেরার্ড টোল**।

প্রায় দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধের ভয়াবহতা সয়ে টিকে রয়েছেন ইউক্রেনীয়রা। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া আগ্রাসন শুরুর পর ৬৩ লাখ ইউক্রেনীয় দেশ ছেড়েছেন। আর দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৩৭ লাখ। এই যুদ্ধ ভূরাজনৈতিক ও বাস্তুসংস্থানিক স্বাভাবিকতা ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু সাধারণ ইউক্রেনীয় যাঁরা দেশটিতে রয়ে গেছেন আর প্রতিদিন লড়াই করে বেঁচে থাকছেন, তাঁরা প্রতিদিন নারকীয় অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হচ্ছেন। যুদ্ধ যখন তৃতীয় বছরে পড়তে চলেছে, সে সময়ে সাধারণ ইউক্রেনীয়দের মনোভাব কী? একজন রাজনৈতিক ভূগোলবিদ হিসেবে অঞ্চলটিতে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি বলতে পারি, যুদ্ধকালে ইউক্রেনীয়দের মতামত বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। প্রতি চারজন ইউক্রেনীয়ও মধ্যে একজন এখন বাস্তুচ্যুত। যুদ্ধের সম্মুখভাগের প্রায় এক হাজার কিলোমিটার এলাকার পরিবেশ চরম অস্থিতিশীল, প্রতিদিনই ক্ষেপণাস্ত্র আর ড্রোন হামলা চলছে। দেশপ্রেমের অনুভূতি এখনো অনেক বেশি মাত্রায় থাকলেও, কিন্তু তাতে অবিশ্বাসও আছে। বিশেষ করে রাশিয়ার অধিকৃত এলাকার মানুষের মধ্যে এই মনোভাব অনেক বেশি। এখন ইউক্রেনে টেলিফোনে জনমত জরিপ পরিচালিত হচ্ছে। জরিপ সংস্থাগুলো চালু থাকা টেলিফোন নম্বরে কল দেয় এবং ১৮ বছরের বেশি বয়সী নাগরিকদের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাতে সাড়া মিলছে খুব কম। এরপরও জরিপ সংস্থাগুলো নিরলসভাবে চেষ্টা করে চলেছে। ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের সর্বশেষ জরিপ প্রকাশিত হয়েছে জানুয়ারি মাসে। ইউক্রেনীয়রা কীভাবে যুদ্ধের সঙ্গে মানিয়ে চলছেন, তা নিয়ে ২৬টি বিষয় উঠে এসেছে এই জরিপে। ২০২৩ সালের ১৪-২২ নভেম্বর টেলিফোনে জরিপটি পরিচালিত হয়, ২ হাজার ৫১৬ জন ইউক্রেনীয় তাতে অংশ নেন।

জীবনযাত্রার ব্যয় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিপর্যয়

যুদ্ধ শুরুর পর ২০২২ সালের মে মাসে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট যে জরিপ করেছিল, তাতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যুদ্ধে তাঁরা তাঁদের বন্ধু ও স্বজনদের কাউকে হারিয়েছেন কি না। সে সময়ে পাঁচজনের মধ্যে একজন জানিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের বন্ধু ও স্বজন হারিয়েছেন। এবারের জরিপে অর্ধেক ইউক্রেনীয় জানিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন। ইউক্রেন যুদ্ধে মানসিক স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি হচ্ছে, সেটা অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অনেককে জোর করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাংকারে আশ্রয় নিতে হচ্ছে। সর্বশেষ জরিপে উঠে এসেছে, পুরুষদের মধ্যে অর্ধেক এবং নারীদের মধ্যে তিনজনের একজন মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। এককভাবে যদি বলতে হয়, তাহলে ঘুমের সমস্যায় ভুগছেন সবচেয়ে বেশি জন। কাজ হারানো, শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ও পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা—এসব সমস্যাও বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইউক্রেনের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী শারীরিক ও মানসিক সমস্যার মধ্যে বাস করতে হবে। তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টিকে এখনই বিবেচনায় নিতে হচ্ছে, ভবিষ্যতে সেটা আরও বাড়বে।

আগের চেয়ে বেশি ইউক্রেনীয় সমঝোতা চান

যুদ্ধ শুরুর পর প্রথম জরিপে (২০২২ সালের মে মাসে) ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট প্রশ্ন করেছিল, শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের কোনো ধরনের সমঝোতায় যাওয়া ঠিক হবে কি না। সে সময় ৫৯ শতাংশ ইউক্রেনীয় বলেছিলেন হ্যাঁ, যাওয়া উচিত। কিন্তু রাশিয়ার চরম নিষ্ঠুরতা, যুদ্ধাপরাধের কারণে একই বছরের আগস্ট মাসের জরিপে বেশির ভাগ ইউক্রেনীয় সমঝোতার বিরুদ্ধে মত দেন। কিন্তু যুদ্ধের বর্তমান বাস্তবতায় ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সমঝোতায় আসা উচিত, এমন মত পোষণ করা ইউক্রেনীয়দের সংখ্যা বেড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের গবেষকেরা যেসব গবেষণা করেছেন তাতে দেখা যায়, যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহত যত বাড়ে, যুদ্ধের প্রতি সমর্থন তত কমে। কিন্তু আরেকটি বিষয় হলো, আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে সব সময়ই বড় জনগোষ্ঠীর সমর্থন থাকে। কারণ, সেই যুদ্ধ প্রয়োজনীয় ও ন্যায্য। কিন্তু ইউক্রেন নতুন করে তাদের সেনাবাহিনীতে সাড়ে চার থেকে পাঁচ লাখ সেনা নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর বিষয়টি বড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

রাশিয়ার কাছে ভূখণ্ড খোয়াতে চান না ইউক্রেনীয়রা

যুদ্ধ শুরুর পরপর ইউক্রেনীয়দের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, কিসের বিনিময়ে তাঁরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় আসতে চান। কিন্তু ইউক্রেনীয়দের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। যুদ্ধ শুরুর পর কিয়েভ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোসিওলজির করা জরিপে দেখা যাচ্ছে, দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়াকে একচুল ভূখণ্ড ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে ইউক্রেনীয়দের আপত্তি অনেক জোরালো। দক্ষিণ-পূর্ব ইউক্রেনে যুদ্ধে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত শহরগুলোর বাসিন্দারা বিশ্বাস করেন ইউক্রেনের অখণ্ডতা একটা পবিত্র বিষয়। কিন্তু মানুষের মন তো বাস্তবতার সঙ্গে পরিবর্তন হওয়াটা স্বাভাবিক। ভূখণ্ড রক্ষা নাকি জীবন রক্ষা—কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা নিয়ে ইউক্রেনীয়দের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হয়েছে। যুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতাও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইউক্রেনীয়দের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে আসাটাই প্রধান সমস্যা ছিল। সে সময়ে অধিকাংশই তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ফলে দ্রুত অস্ত্রবিরতির পক্ষে বেশির ভাগ ইউক্রেনীয় মত দিয়েছিলেন। রাশিয়া এখন ইউক্রেনের প্রায় ১৮ শতাংশ (২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির আগে দনবাস ও ক্রিমিয়ার যে অংশ দখলে নিয়েছিল তা বাদে) ভূখণ্ড অধিকার করে রেখেছে। এ প্রেক্ষাপটে জরিপে অংশ নেওয়া ইউক্রেনীয়দের ৭১ শতাংশ এখন খুব জোরালোভাবে মত দিয়েছেন যে তাঁরা কোনোভাবেই শান্তির বিনিময়ে রাশিয়ার কাছে ভূখণ্ড ছাড়তে রাজি নন। জোরালো না হলেও আরও প্রায় ১৩ শতাংশের মতামত একই। আর মাত্র ১২ শতাংশ লোক বলছেন, শান্তির বিনিময়ে রাশিয়ার কাছে ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়া তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য। আর জরিপে অংশ নেওয়া খুব অল্পসংখ্যক ইউক্রেনীয় মত দিয়েছেন, শান্তির বিনিময়ে ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা থেকে সরে আসার বিষয়টি তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য।

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধেও আশাবাদী ইউক্রেনীয়রা

যুদ্ধ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হতে পারে, সেটা মনে করেন না ইউক্রেনীয়রা। ৪৩ শতাংশ মনে করছেন, যুদ্ধ কমপক্ষে আরও এক বছর ধরে চলবে। তিনজনের একজন বলছেন, যুদ্ধ কবে শেষ হবে, তা নিয়ে তাঁদের কোনো ধারণা নেই। ২০২২ সালের মে মাসের জরিপে তিনজনের একজন ইউক্রেনীয় মনে করতেন, যুদ্ধ তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। সর্বশেষ জরিপ বলছে, মাত্র ৩ শতাংশ ইউক্রেনীয় মনে করেন, যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ হতে পারে। যুদ্ধ যখন ইউক্রেনকে গুঁড়িয়ে চলছে, সে সময়ে ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নিয়ে ইউক্রেনীয়রা অনেক বেশি আশাবাদী। ৭৭ শতাংশ বলছেন, তাঁরা তাঁদের দেশ নিয়ে আশাবাদী। ইউক্রেন নিয়ে যুদ্ধক্লান্তি তাদের পশ্চিমা পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বেড়েই চলেছে। কিন্তু একটা রূঢ় সত্য হলো, এই ক্লান্তি বোধের ধরন যে কী রকম, সেটা ইউক্রেনীয়দের চেয়ে আর কেউ ভালো বুঝতে পারছেন না। যুদ্ধে সাধারণ ইউক্রেনীয়দের চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে। তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারাচ্ছেন, ঘরবাড়ি ও বসতি ধ্বংস হচ্ছে, পরিবেশ বিষাক্ত হচ্ছে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হচ্ছে। এ সবকিছুর প্রতিফলন জনমত জরিপে ঘটছে। কিন্তু স্বাধীনতা আর ভূখণ্ডের অখণ্ডতার ব্যাপারে ইউক্রেনীয়দের প্রতিরোধ আকাঙ্ক্ষা এখনো জোরালোভাবে রয়ে গেছে।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

আপন কণ্ঠ

বিতর্কে মাদ্রাসার টেট পরীক্ষা

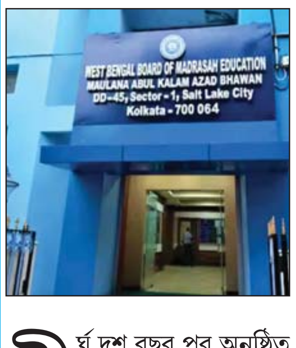

দীর্ঘ দশ বছর পর অনুষ্ঠিত হল মাদ্রাসার নিয়োগ পরীক্ষা। তাতেও একগাদা ভূলে ভরা প্রশ্নপত্র। এই নিয়ে নতুন বিতর্কে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। উল্লেখ্য যে সপ্তম এস.এল.এস.টির ১৭২৯ টি শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য গত বছর মে মাসে অনলাইনে আবেদন পত্র জমা নেওয়া শুরু করে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। তখন থেকেই পরীক্ষার্থীদের মাঝে অসন্তোষ দানা বাধে কারণ NCTE'র গাইডলাইন কে উপেক্ষা করে প্রথমবারের জন্যে ভারতবর্ষে কোনো টেট পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং রাখার সিদ্ধান্ত নেয় মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন। তারপর দীর্ঘদিন অনগ্রসর শ্রেণীর সংরক্ষণ সম্পর্কিত মামলার জন্যে স্থগিত করে রাখা হয় পরীক্ষার পক্রিয়া। অতঃপর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখে হঠাৎ কমিশনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দশ দিনের মাথায় পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। যদিও সেইদিন ছিল পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগের বিশেষ পরীক্ষা। ফলে বিতর্কও কম হয়নি। সরব হন বিদ্বজন মহল থেকে রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সংগঠন। ওই একই দিনে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে রাখা হয় আরবি বিভাগের দুটি পরীক্ষা প্রথম পর্বে প্রাইমারি স্তরের (I-V) এবং দ্বিতীয় পর্বে আপার প্রাইমারি স্তরের (V-VII) পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের একাংশ পরীক্ষা বয়কট করে বলেও জানা যায়। এরই মাঝে নতুন করে আবার বিতর্কে জড়াল মাদ্রাসা কমিশন। কারণ দুটি স্তরের পরীক্ষাতেই প্রায় একগাদা প্রশ্ন সিলেবাস বহির্ভূত বলে জানা যাচ্ছে। আপার প্রাইমারির ক্ষেত্রে মোট ভুল প্রশ্নের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ২৭ থেকে ২৮টি তে বলে জানাচ্ছেন পরীক্ষার্থীরা। এই ক্ষেত্রে আরবি প্রশ্ন পত্রের বাংলা ও ইংরেজি ভাষা বিভাগের প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি কমিশনের দেওয়া সিলেবাস। এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে শিশু মনস্তত্ত্ব থেকে একটিও প্রশ্ন করা হয়নি। এমন কি গল্প এবং কবিতা থেকে পৃথক পৃথক অংশ তুলে বোধপরীক্ষণ মূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও সিলেবাস অনুসরন করা হয়নি। দেখা যাচ্ছে যে এই বিভাগের প্রায় ২৮ টি প্রশ্ন নেওয়া হয়েছে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ের সিলেবাস থেকে। এতে রীতিমত ধন্দে পড়ে যান পরীক্ষার্থীরা। এটিকে কমিশন ও প্রশ্ন সেটারের চরম পদস্খলন বলেই মনে করছেন বিদ্বজন মহল। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কামাল হোসেন এই সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এক বিবৃতিতে চরম সমালোচনা করেন। তিনি বিষয়টিকে কমিশনের চরম উদাসিনতা বলে দাবি করেছেন। পরীক্ষার পরদিন থেকেই পরীক্ষার্থীদের একটা বৃহত্তর অংশ গণহারে ই-মেল করতে থাকেন কমিশনের অফিসে। এতে সদুত্তর না পেয়ে পরীক্ষার একদিন গড়াতে না গড়াতেই তড়িঘড়ি কমিশনের অফিসে গিয়ে ৪০০ থেকে ৫০০'র মত পরীক্ষার্থীর সাক্ষর সম্বলিত একটি ডেপুটেশনের মাধ্যমে সমস্ত বিষয়টি জানিয়ে আসেন পরীক্ষার্থীদের একাংশ। উক্ত ডেপুটেশনের মাধ্যমেই তারা দ্রুত এ বিষয়ে কমিশনের অবস্থান জানতে চাই এবং উক্ত প্রশ্ন গুলির জন্যে বরাদ্দ নম্বর সকল পরীক্ষার্থীদের দেওয়ার জন্যে আবেদন জানানো হয়।

এ বিষয়ে উল্লেখ করা যায় যে এই ধরনের বিতর্ক মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের জন্যে নতুন নয়। ইতঃপূর্বে ২০২২ সালের শেষের দিকে কমিশন জড়িয়ে ছিল ভুল প্রশ্নের বিতর্কে। সেবার ২০২০ সালের ৩ মার্চ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন ১২১টি পদে প্রধানশিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়। যে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় ২০২১ সালের ১১ অগস্ট। ভুল প্রশ্নের জেরে মামলা গড়াই কোর্ট পর্যন্ত। ২০২২ সালের জুলাই মাসে মিজানুর রহমান নামের এক পরীক্ষার্থীর করা মামলার শুনানিতে কলকাতা হাই কোর্ট নির্দেশ দেয়, ভুল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সমস্ত পরীক্ষার্থীকে বাড়তি নম্বর দেওয়ার। চলতি বিতর্কেও এমনই দাবি জানাচ্ছেন পরীক্ষার্থীদের একটা বৃহত্তর অংশ।

আখতারুল ইসলাম
বাতিডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

ইমরানের সাজা পাকিস্তানের রাজনীতির হাওয়া ঘুরিয়ে দিতে পারে

জাহিদ হুসাইন

রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের দায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও তাঁর তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশিকে পাকিস্তানের একটি বিশেষ আদালতের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার বিষয়টিকে অনেকেই পূর্বনির্ধারিত রায় বলে বর্ণনা করছেন। সাধারণ নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে আদালতের এই রায় দেওয়ার ঘটনা ইতিপূর্বে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রীদের বিচার ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

পাকিস্তানে রাজনৈতিক নেতাদের প্রশ্নবিদ্ধ বিচারের মাধ্যমে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেওয়ার লজ্জাজনক যে ইতিহাস আছে, তারই অংশ হিসেবে ইমরানকে তাঁর পূর্বসূরিদের পরিণতি বরণ করতে হচ্ছে। আলোচিত এই সাইফার মামলায় কারারুদ্ধ শাহ মাহমুদ কুরেশির সঙ্গে তাঁর বিচার চলছিল। পাকিস্তানে এই প্রথম কোনো নেতাকে সরকারি গোপনীয়তা প্রকাশের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হলো।

এই মামলায় ইমরান খানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ হলো, তিনি তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কূটনৈতিক নথি ব্যবহার করেছেন এবং রাষ্ট্রীয় গোপন যোগাযোগের বিষয়টির অপব্যবহার করেছেন।

পাকিস্তানের সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি রয়েছে এবং ওয়াশিংটন ও তৎকালীন সেনা নেতৃত্ব ইমরানকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উৎখাত করতে যাচ্ছে, এমন কিছু নথি ইমরান প্রকাশ করেছিলেন। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, যাতে বলা হয়েছিল, বাইরের চক্রান্তে ইমরান খানের সরকারকে উৎখাত করা হতে যাচ্ছে।

সন্দেহ নেই, ইমরান খান ভুলভাবে ওই তারবার্তা ব্যবহার করেছিলেন। অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে ইমরান সরকারকে অপসারণ করার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি একটি রাজনৈতিক সমাবেশে ওই কথিত নথি হাতে নিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে সমর্থকদের দেখিয়েছিলেন। এটি জনসাধারণের অনুভূতিকে আন্দোলিত করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র ইমরানকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে, এই ভাষ্য সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছিলেন এবং ইমরান সমর্থকদের জাগিয়ে তুলেছিলেন।

এটিও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান, একসময় ইমরানের পিটিআই সরকারকে যে সামরিক কর্তৃপক্ষ নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়েছিল, ইমরানের আনা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তাঁকে সেই সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বে নিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন পদক্ষেপকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। তবে এটিও স্পষ্ট, এই আইনের ৫ ধারায় ইমরানকে অভিযুক্ত করার পেছনে প্রতিশোধস্পৃহা ছিল। কারাগারের অভ্যন্তরে যেভাবে আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে, তা 'অপবিচারের' অভিযোগকে আরও জোরালো করেছে। সর্বোপরি নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে যেভাবে রায় ঘোষণা করা হলো, তা পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করে তুলেছে।

এর আগে গত আগস্টে তোশাখানা মামলায় (তোশাখানা দুর্নীতির আরেক মামলায় বুধবার ইমরান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির ১৪ বছর কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত) তাঁর তিন বছরের জেল হয়, যার কারণে নির্বাচনে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি অযোগ্য ঘোষিত হন। এর বাইরে ইমরানের রাজনৈতিক দল পিটিআইয়ের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন দমন-পীড়ন চালিয়ে দলটিকে ভেঙেচুরে ফেলেছে।

এর উদ্দেশ্য ছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী দৌড়ের বাইরে রাখা। নির্বাচনী প্রতীক ক্রিকেট ব্যাটকে পিটিআইয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন নিয়েছিল, সুপ্রিম কোর্টের সেই সিদ্ধান্তকে বহাল রাখা পিটিআইয়ের নির্বাচনী সম্ভাবনাকে সবচেয়ে বড় আঘাত করেছে।

এত রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের পরও পিটিআই একটি দুর্দমনীয় শক্তি হিসেবে রয়ে গেছে। প্রশাসনের 'ম্যানেজ করা' নির্বাচনেও দলটির প্রতিদ্বন্দ্বীরা অন্যদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে আছে। ভোটের আগমুহূর্তে দলটির দুই প্রধান নেতাকে জেল দেওয়ার পেছনে দলের কর্মী-সমর্থকদের মনোবল ভাঙার চেষ্টা করা হয়ে থাকতে পারে। তবে এতে হিতে বিপরীত হতে পারে এবং ভোটাররা দলটির প্রতি সমব্যথী হয়ে তাঁদের প্রার্থীদের ভোট দিতে পারেন।

এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ইমরান-সমর্থকদের বিক্ষোভ-বন্যা সামাল দেওয়া নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষে মারাত্মক কঠিন হয়ে পড়তে পারে। পাকিস্তানের এ মুহূর্তের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাকে সাজা দেওয়ার ঘটনা যৌক্তিকভাবেই দেশের পুরো রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে দিতে পারে।

স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে, এই সাজার ঘটনা ভোটারদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিনিধিত্বকারী তরুণদের ইমরানের প্রতি সহানুভূতিশীল করতে পারে এবং এসব তরুণ পিটিআই নেতাদের একচেটিয়াভাবে ভোট দিতে পারেন। এতে পর্দার আড়ালে থাকা ক্ষমতাধর গোষ্ঠী অন্য দলগুলোকে নিয়ে যে ক্ষমতাবদলের ছক কষেছে, তা ভন্ডুল হয়ে যেতে পারে।

জাহিদ হুসাইন পাকিস্তানের লেখক ও সাংবাদিক
ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

প্রথম নজর

পরীক্ষার্থীদের পাশে খড়িবাড়ি তৃণমূল নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● শাসন

আপনজন: শুক্রবার কড়া নিরাপত্তায় শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৪। সেই সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন বারাসাত ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনের খড়িবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল নেতৃত্ব। শাসনের খড়িবাড়ির চৌমুহা উচ্চ বিদ্যালয়ে বসেছে পরীক্ষা কেন্দ্র। পরীক্ষার্থীদের সেন্টারে প্রবেশের মুখে গোলাপ ফুল, পেন ও জলের বোতল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন খড়িবাড়ি আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেস ও বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা তথা চৌমুহা উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি আব্দুর রউফ, খড়িবাড়ি আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মান্নান আলী, হাজী মেজবাহউদ্দিন সাহাজি, বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মাহফুজুর রহমান, খড়িবাড়ি অঞ্চল যুব তৃণমূলের নেতা ইকতিয়ার উজ জামান ওরফে মুন্না, হাকিম আলী, চৌমুহা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ। জেলা পরিষদের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুর রউফ বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকার সবসময় ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আছে। এটা তাঁদের জীবনের একটি বড় পরীক্ষা। তাই তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে আগামীর সাফল্য কামনা করছি।

ভাসাপুলে আন্ডারপাশের দাবিতে আন্দোলন, রাস্তার পাশে ব্যানার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের গলসির ভাষাপুলে জাতীয় সড়কে পাশে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে আন্দোলন করলো স্থানীয়রা। এছাড়াও জাতীয় সড়কে দু-পাশে দু-টি ব্যানার লাগান তারা। তাতে লেখা আছে, ৫৩৯+৭৬০ স্থানে ভেন্ট যদি না হয় তাহলে সিংপুর, ভাষাপুর, সুজাপুর, পোতনা, খুরাজ ইত্যাদি গ্রামের বাসিন্দারা এনএইচএআই কর্তৃপক্ষকে কোনোরুপ কাজ করার অনুমতি দেওয়া হইবে না। যদি তারা কোনরুপ বলপূর্বক কাজ করিবার চেষ্টা করে, তাহার জন্য শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হইলে এনএইচএআই কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে। এই নায্য দাবীর জন্য গ্রামবাসীগন মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত আছে। স্থানীয় বাসিন্দা সেখ মহঃ সানিফ, সেখ জাহাঙ্গীর জানান, ভাষাপুল থেকে সিমাসিমি যাওয়ার পথে আট দশটি গ্রাম আছে। রাস্তায় চারটি বাস দৈনিক দু-তিন টিপ করে যাত্রী পরিসেবা দিয়ে থাকে। এছাড়াও এলাকার প্রায় শতাধিক স্কুল কলেজের পড়ুয়ারা নিত্যদিন জাতীয় সড়ক পারাপার করে। তাই এখানে একটি ভেন্ট অর্থাৎ আন্ডারপাশ তৈরী করতে হবে। না হলে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। চাষী মোরসেলিম সেখ জানান, সড়ক পার হয়ে এলাকার বহু চাষী মাঠে যাতায়াত করেন। আন্ডারপাশ না হলে আমাদের এক কিমি পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হবে। এর ফলে এলাকার চাষী স্কুল পড়ুয়া সহ সকল মানুষকে আজীবন সমস্যায় পরতে হবে। ব্যাবসায়ী দীলিপ কুমার দাঁ জানান, আন্ডারপাশ না হলে আমাদের এলাকার হাজার হাজার মানুষের সাথে ভাসাপুলের বাজারের ব্যবসায়ীরাও সমস্যায় পরবেন। আমরা বিডিও, জেলা শাসক সহ সবাইকে জানিয়ে ছিলাম। ডিসেম্বর মাসে জেলা শাসক, ব্লক প্রশাসন ও জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষ আধিকারিকরা এখানে এসে ভেন্ট করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বর্তমানে সেটি না হওয়ার কথা জানতে পারাই আমরা আবারও আন্দোলন শুরু করেছি। এছাড়াও এলাকার বহু মানুষের দাবী জাতীয় সড়ক কতৃপক্ষ তাদের আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিক।

পরীক্ষা কেন্দ্রে ভুয়ো মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

জিয়াউল হক ● উত্তরপাড়া

আপনজন: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই উত্তরপাড়ায় চাঞ্চল্য,টেস্টে পাশ করেনি, অন্যের এডমিট কার্ড ফটোকপি করে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে গিয়ে ধরা পড়ল এক ছাত্র!উত্তরপাড়া ভদ্রকালী হাইস্কুলের ঘটনা।

জানা গেছে উত্তরপাড়া অমরেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠের ওই ছাত্র দশম শ্রেনীর পরীক্ষায় টেস্টে পাশ করেনি।তাই তার এডমিট কার্ডও হয়নি।

নিয়মিত স্কুলেও যেত না ওই ছাত্র।অথচ আজ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলে যায়।যে এডমিট কার্ড পরীক্ষা কেন্দ্রের গিয়ে সে দেখায় তাতে রোল নম্বরে কালি দেওয়া ছিল।ফলে এডমিট চেক করতে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসে পরীক্ষকদের।এরপর স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রের স্কুল অমরেন্দ্র বিদ্যাপিঠে খবর দেয়। পর্ষদের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদেরও জানানো হয়।

ভদ্রকালী স্কুলে এসে তারা ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেন।এডমিট কার্ড পরীক্ষা করে দেখেন।

ছাত্রকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি।অমরেন্দ্র বিদ্যাপিঠের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুশান্ত রায় বলেন,ওই ছাত্র স্কুলে অনিয়মিত ছিল।এডমিট কার্ড আসল না। স্বাভাবিক ভাবেই ওর পরীক্ষা দেওয়ার কথা না।পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি।

হুগলি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মৃন্ময় ঘোষ জানান,ওই ছাত্র টেস্টে পাশ করেনি।পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

যদিও এই বিষয় চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক কর্তা জানান এই বিষয় স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ সেনি,অভিযোগ এলে বিষয়টি দেখব।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: বহিরাগত ক্রিমিনাল সুরজ ঝাঁ এবং পাপ্পু সোনা গান্ধীর শারীরিক-মানসিক অত্যাচারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিহীন মেধাবী বাঙালি ছাত্রী মালবাজারের রেনেসাঁ দাস আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি। খুনিদের শাস্তিদের শাস্তির দাবিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শুক্রবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে 'বাংলা পক্ষ' সংগঠন। উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় ও কৌশিক মাইতি সহ অনেকেই।

পরীক্ষার্থীদের শুভ কামনায় পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: শুক্রবার সকাল থেকেই তমলুক,পাঁশকুড়া , কাঁথি, নন্দকুমার এর মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড় ছিল।যথা সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্র যাতে ঢুকতে পারে পরীক্ষার্থীরা সেজন্য স্থানীয় পুলিস প্রশাসনের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিরাও সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভ কামনায় পরীক্ষা কেন্দ্রে জন প্রতিনিধিদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত জেলা জুড়ে।পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ৬৬ হাজার ২২১ জন।যার মধ্যে ছাত্র ৩১ হাজার ৮৬৪ জন, ছাত্রী ৩৪ হাজার ৩৫৭ জন। ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীর সংখ্যা বেশি ২ হাজার ৪৯৩ জন। মোট পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্র ১১০ টি,যার মধ্যে মেন ভেন্যু ৭৩টি,সাব ভেনু ৩৭টি,পরীক্ষার প্রথম দিনে পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে পুলিস প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের জল, গোলাপ,কলম প্রভৃতি দিয়ে পরীক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে দেখা যায়।

কান্দি প্রশাসনের নজরে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: শুক্রবার থেকে শুরু হল জীবনের সবচাইতে প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। শুক্রবার সকাল থেকেই কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ তার উপরে পরীক্ষার সময় অনেকটা এগিয়ে আসাই প্রথম দিনে কিছুটা হলেও সমস্যায় পড়তে হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। আগে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতো দুপুর ১১টা ৪৫ থেকে তবে এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে সকাল ৯টা ৪৫ থেকে। সকাল থেকেই কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশ কাটিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হলেন কান্দির নবগ্রাম কেবিসিএস হাইস্কুলে। এখানে উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলসহ কয়েকটি স্কুলের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন । সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হল এই হাইস্কুলের পাশেই ছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। গতকাল বহরমপুর থেকে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার নিয়ে নবগ্রাম কিশোর সংঘ মাঠে রাত্রি যাপন করেন। সেখান থেকে সকাল আটটা নাগাদ ন্যায় যাত্রা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে সকাল ১০ টার পর ন্যায় যাত্রা শুরু হয়। একই রাস্তায় রাহুল গান্ধীকে দেখতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় ছিল। যদিও সময় মতো মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যাতে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে পারে তার সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন কান্দি থানার পুলিশ। এ বিষয়ে উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের ছাত্রী আয়েশা খাতুন বলে " সকাল থেকেই কুয়াশা বাড়ি থেকে আসতে সমস্যা হয়েছে। তবে ১১ টা থেকে পরীক্ষা হলে সুবিধা হতো। " সব মিলিয়ে প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই সম্পূর্ণ হয়েছে ।

রাহুল গান্ধির কনভয়ে থাকা অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কা পুলিশের গাড়িকে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা শুরু হয়েছে কয়েকদিন যাবৎ। আজ শুক্রবার সেই যাত্রার কনভয় বীরভূম জেলার রামপুরহাট এলাকা ছুঁয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে প্রবেশ করে ।ঠিক তখনই বীরভূম ঝাড়খণ্ড সীমান্তবর্তী এলাকায় রাহুল গান্ধীর কনভয়ে থাকা এম্বুলেন্স ধাক্কা মারে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও এসওজি ওসির গাড়িতে।ঘটনার প্রেক্ষিতে ৩ টি গাড়ি সহ ২ জন চালককে আটক করে বীরভূম জেলা পুলিশ। যদিও ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রার কনভয় ঝাড়খণ্ড রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছে।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার আজ ছিল পঞ্চম দিন ছিল৷ এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় কংগ্রেসের উক্ত কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি বীরভূম জেলা পুলিশ। তাই একপ্রকার জাঁকজমকহীন ভাবেই প্রায় ৫৫ কিলোমিটার ন্যায় যাত্রা করলেন রাহুল গান্ধী। সেইসাথে ছিলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ নেতৃত্ব।

প্রথম থেকেই এই যাত্রায় বিশৃঙ্খলা ছিল৷ মধ্যাহ্ন ভোজনের জায়গায় কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের৷ এরপর রাহুল গান্ধীর ভারতজোড়ো ন্যায় যাত্রা বেরিয়ে যায় ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে৷ ঝাড়খণ্ড ঢোকার মুখে রাহুল গান্ধীর কনভয়ে থাকা এম্বুলেন্স ধাক্কা মারে বীরভূমের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (বোলপুর) সুরজিৎ কুমার দে ও এসওজি -র ওসি জাহিদুল ইসলামের গাড়িতোঘটনায় কেউ গুরুত্বর জখম হয়নি।

বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ৩ টি গাড়ি ও ২ জনকে আটক করা হয়েছে।"

প্রতিবন্ধী পারিবারের পাশে দাঁড়াল ঝাড়গ্রাম থানা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঝাড়গ্রাম

আপনজন: জঙ্গলমহলের প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ালেন এবার ঝাড়গ্রাম থানার আইসি। জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন সংগঠন থেকে তাদের দাবি দাবা নিয়ে বিভিন্ন আন্দোলন করে থাকেন। বারংবার দেখা গেছে জেলা শাসকের কার্যালয় থেকে, থানা ঘেরাও করতে প্রতিবন্ধীদের। তবে সেই থেকে আজ অন্য ছবি উঠে এল জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রামে। ঝাড়গ্রাম থানার আইসি বিপ্লব কর্মকার। যাকে ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের পাশে থাকতে দেখা যায়। এদিন ঠিক ওই প্রতিবন্ধী মানুষের পাশে দেখা গেল ঝাড়গ্রাম থানার আইসিকে। জানা গেছে, ঝাড়গ্রামের প্রায় ২০০ টি প্রতিবন্ধী পরিবারের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন আইসি নিজের হাতে। জঙ্গলমহলে এই মুহূর্তে জাকিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। সেই কথা ভেবে প্রতিবন্ধীদের শীতবস্ত্র বিতরণ করলেন আইসি বিপ্লব কর্মকার।

জেলা জুড়ে পরিদর্শন স্কুলে, খতিয়ে দেখা হচ্ছে মিড ডে মিল

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিদ্যালয় গুলিতে পঠন পাঠন, পরিকাঠামো, মিড ডে মিলের মান ও অন্যান্য নানা হাল-হকিকত খতিয়ে দেখতে শুরু হয়েছে পরিদর্শন। তবে পরিদর্শনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে মধ্যাহ্নকালীন আহারের মানের উপর। পরিস্থিতি সরেজমিন দেখতে পরিদর্শন টিমে উপস্থিত থাকার কথা স্বয়ং জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা প্রকল্প আধিকারিক, ওসি এডুকেশন, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, সমিতি এডুকেশন অফিসার সহ অন্যান্য আধিকারিকদের। এর ফলে স্বভাবতই তৎপরতা বেড়েছে জেলা শিক্ষা বিভাগে। এ বিষয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা ওসি এডুকেশন অরুণ কুমার সরদার জানান, 'মূলত সঠিকভাবে মিড ডে মিল চলছে কিনা, ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকঠাক খাবার পাচ্ছে কিনা, সেই সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হবে। আমরা পুরো মিড ডে মিল প্রক্রিয়াটিকে একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমের মধ্যে আনতে চাইছি। মিড ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসএমএস বা অ্যাপের মাধ্যমে কতজন পড়ুয়া মধ্যাহ্ন কালীন আহার গ্রহণ করবে সেই তথ্য পাঠান তার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে জেলার পাশাপাশি রাজ্য স্তরেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর জানতে পারবে মিড ডে মিল চলছে। রাজ্য ও জেলার যৌথ উদ্যোগে এটা করা হচ্ছে।'

জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে প্রায় ২২০৫ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চলে মধ্যান্যকালীন আহার। নানা সময়েই খাবারের মান, এসএমএস কিংবা অ্যাপের মাধ্যমে মিড-ডে-মিল মিড ডে মিল সম্পর্কিত দৈনিক রিপোর্ট না পাঠানো, মিড ডে মিল টেস্টিং রেজিস্টার, সঠিকভাবে অ্যাকাউন্ট বুক মেইন্টেন না করার অভিযোগ ওঠে। সে সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতেই জোর দেওয়া হচ্ছে এই পরিদর্শনের উপরে।

এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সানি মিশ্র জানান, 'ইতিমধ্যে এই পরিদর্শন শুরু হয়েছে। আমরা গ্রুপ করে এই পরিদর্শন শুরু করেছি। মিড ডে মিলের পাশাপাশি আমরা পঠন-পাঠনের বিষয়ে উপর গুরুত্ব আরোপ করছি। আমরা যে পরিদর্শন করছি, রাজ্য যাতে এই বিষয়ে ফিডব্যাক পায়, সেই ভাবেই আমরা টিম ওয়ার্ক করেই এই পরিদর্শনে নেমেছি। মিড ডে মিল যাতে বাচ্চারা ভালোভাবে পায় সেটাই আমরা খতিয়ে দেখেছি। কোথাও কোন ত্রুটি রয়েছে কিনা, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপাতত মাধ্যমিক পরীক্ষা চলায় পুরো টিম করে বেড়ানো সম্ভব হচ্ছে না।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নিতাই চন্দ্র দাস জানান, 'দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১৪৮ টি উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক মিলিয়ে ১৫৬ এবং ১৭ টি মাদ্রাসা রয়েছে যেখানে মিড ডে মিল চলে। পরিদর্শনে সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখা হবে।

অসুস্থ চাঁদমণি বাস্কে পরীক্ষা দিলেন বেডে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: হঠাৎ করে ২ ঘন্টা করে পরীক্ষা সময়কে এগিয়ে আনার উদ্বেগ থাকলেও শুক্রবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় একপ্রকার নির্বিঘ্নেই শেষ হলো মাধ্যমিকের প্রথম দিনের বাংলা পরীক্ষা। প্রশ্ন নিয়েও বিশেষ অভিযোগ করেননি পরীক্ষার্থীরা। মেদিনীপুর সদর মহকুমার গুড়গুড়িপাল হাইস্কুলের ছাত্রী চাঁদমণি বাস্কে অসুস্থ। তিনি দেপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি। তিনি হাসপাতালেরর বেডেই পরীক্ষা দিয়েছেন। সবাই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ায় যাতায়াতে বিশেষ সমস্যা হয় নি। পরিবহন নিয়ে বিশেষ অভিযোগ করেনি কেউ। উল্লেখ্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১২৫-টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫১,২৬৮। এর মধ্যে- ছাত্র ২৩,৬২৮ এবং ছাত্রী ২৭,৬৪০। উল্লেখ্য যে গতবারের তুলনায় এবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১২ হাজারের কিছু বেশি।২০২৩ এ জেলায় পরীক্ষার্থী ছিল প্রায় ৩৯ হাজার। এবার প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রই সিসি ক্যামেরায় আওতায় রয়েছে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ যেটা পঃবঃ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে রাজ্য জুড়ে হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল পরীক্ষা শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার থেকে। প্রথম দিনের পরীক্ষা পরিচালনা দেখতে উঃ ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট এলাকার বেশ কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সিনিয়র সদস্য একেএম ফারহাদ। কেন্দ্রগুলোর পরীক্ষা সংক্রান্ত দেখাশোনার পাশাপাশি একজন অসুস্থ ছাত্রীর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরীক্ষার সবরকমের বন্দোবস্ত করে প্রশংসা কুড়িয়েছে একেএম ফারহাদ। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি এ কেএম ফারহাদের সঙ্গে ছিলেন সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। তাদের লক্ষ্য ছিল কোনও পরীক্ষার্থী যাতায়াত সমস্যায় পড়লে কিংবাব অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের দ্রুত সাহায্য করা।

ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তি ও সংশোধনে সক্রিয়তা জামায়াতের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

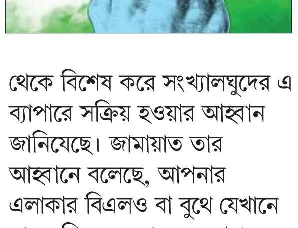

আপনজন: শীঘ্রই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা হতে চলেছে। এই নির্বাচন অনেক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, এই নির্বাচন দেশের ইতিহাসের এক নির্ণায়ক বাঁক নিতে চলেছে। পূর্ণ সচেতনতা ও বাস্তবমুখী প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই নির্বাচনে গঠনমূলক দিকনির্দেশনা মানুষদের দিতে হবে। অজ্ঞতা ও নিষ্ক্রিয়তা দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করে। প্রিয় ভাইয়েরা! নির্বাচনে ভোট দেওয়াকে সবচেয়ে কার্যকর অংশ বলে বিবেচনা করা হয়। আজও আমাদের রাজ্যে বহু সংখ্যক মানুষ আছেন, যারা ভোটার কার্ড তৈরি করেননি। ভোটার তালিকায় নামের সংশোধনে সক্রিয় নন। ভোটার তালিকা থেকে কয়েক লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেছে। লোকসভা নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য জামায়াতে ইসলামি হিন্দের তরফ থেকে বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের এ ব্যাপারে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। জামায়াত তার আহ্বানে বলেছে, আপনার এলাকার বিএলও বা বুথে যেখানে নাম নথিভুক্তকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সেখানে গিয়ে আপনার, আপনার পরিবারের সদস্যদের নাম চেক করুন। যদি আপনার নাম না থাকে তাহলে অবিলম্বে ৬ নং ফর্ম পূরণ করে নতুন করে আবেদন করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোটার তালিকায় নতুন নাম নিবন্ধন করুন। আপনার বাড়ির বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা ১৮ বছর বয়সে পৌঁছেছেন, তাদের ভোটার তালিকায় নাম নিবন্ধন করা উচিত।

পরীক্ষার্থীদের পাশে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে, শুক্রবার ২০২৪ সালের এর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন সেদিনকে সামনে রেখে হবিবপুর ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্যবস্থাপন, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হবিবপুর ব্লকের বুলবুলচন্ডী আর এন রায় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে, ছাত্র ও ছাত্রীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানানো হয় এর পাশাপাশি ছাত্রও ছাত্রীদের মনোবল বাড়াতে ছাত্র পরিষদের তরফে স্কেল কলম ও চকলেট তুলে দেওয়া হয় এবং তাদের পরীক্ষা দিতে কোন সমস্যা না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে তাদের উৎসাহ সহ শুভেচ্ছা বার্তা জানানো হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বার্তা কলম ও স্কেল চকলেট তুলে দেওয়া হয়।এদিন উপস্থিত ছিলেন হবিবপুর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি কিষ্টু মুর্মু, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ব্লক সভাপতি রাকেশ রায়,পিযুষ মণ্ডল বুলবুলচন্ডী অঞ্চল চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা।

পরীক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছা

আপনজন: জলঙ্গির বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে জলঙ্গীর বাগমারা হাই স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল,পেন চকলেট দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন পঞ্চায়েতে সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম ও ঘোষপাড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

ছবি ও তথ্য: সজিবুল ইসলাম

শতাব্দীর সেরা লাফের পদক বিক্রি হল ৫ কোটি টাকায়

আপনজন ডেস্ক: ১৯৬৮ মেক্সিকো অলিম্পিকে দীর্ঘ লম্ফে ২৯ ফুট লাফিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন বব বিমন। সেই ইভেন্টে জেতা সোনার পদকের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হলো যুক্তরাষ্ট্রের এই কিংবদন্তির।
পদকটি তিনি নিলামে তোলার পর গতকাল তা ৪ লাখ ৪১ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় অঙ্কটা ৪ কোটি ৮৩ লাখ ৮৩ হাজার টাকা।
নিউইয়র্কে নিলাম প্রতিষ্ঠান ক্রিস্টিতে পদকটি নিলামে তোলার আগে ৭৭ বছর বয়সী বিমন বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছেন, ‘এখন এটা (পদক) হাতবদলের সময়।’ তাঁর সেই লাফ ঐতিহাসিক এবং ‘শতাব্দীর সেরা লাফ’ বলা হয়। মোট ৮.৯ মিটার কিংবা ২৯ ফুট সোয়া ২ ইঞ্চি দূরত্ব লাফ দিয়ে পার হয়েছিলেন বিমন। এই ইভেন্টে আগের রেকর্ডটি ভেঙেছিলেন ২২ ইঞ্চি দূরত্বে এগিয়ে থেকে। ১৯৯১ টোকিও বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের আগপর্যন্ত বিশ্ব রেকর্ড ছিল বিমনের সেই লাফ। সেবার ২৯ ফুট সোয়া ৪ ইঞ্চি দূরত্ব লাফিয়ে বিমনের রেকর্ড ভেঙেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রেরই সাবেক ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড অ্যাথলেট মাইক পাওয়েল।
খেলাধুলায় জেতা বিভিন্ন পুরস্কার এখন অনেকেই নিলামে তোলেন। ক্রিস্টির বিশেষজ্ঞরা বিমনের পদকের আনুমানিক দাম ধরেছিলেন ৪ লাখ থেকে ৬ লাখ ডলারের মধ্যে। বিমন আশা প্রকাশ করেছিলেন, এই পদক যিনি নিলামে কিনবেন, তিনি ‘অ্যাথলেটিক অর্জনের গুরুত্বটা বুঝবেন’। এএফপিকে বিমন আরও বলেছেন, ‘পদকটি দেখানোর দারুণ একটা উপায় হলো নিলামে তোলা। তবে স্মৃতিটা সংরক্ষণ করাও লক্ষ্য।’
পদকটি কে কিনেছেন, সেটি ক্রিস্টির পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। কর এবং নিলাম ঘরের ফি বাদে পদকটির প্রকৃত দাম উঠেছে সাড়ে তিন লাখ ডলার।
১৯৬৮ অলিম্পিকের দীর্ঘ লম্ফ ইভেন্টের বাছাইপর্বে দুবার ওভারস্টেপিং করায় বিমনের চূড়ান্ত পর্বে ওঠা নিয়েই সংশয় ছিল। তবে ১৯৬৮ সালের ১৮ অক্টোবরের সেই ‘অসাধারণ দিন’টি ভুলে যাননি বিমন। দিনটি নিয়ে বলেছেন, ‘সেদিন...সবকিছুই নিখুঁত ছিল আমার জন্য। বাতাসও আমার অনুকূলে ছিল। আবহাওয়াও অনুকূলে ছিল। লাফ দেওয়ার পর বৃষ্টি নেমেছে। প্রাথমিক বাছাইয়ে কিছু ভুল করেছিলাম। চূড়ান্ত পর্বে লক্ষ্য ছিল, একটি নিখুঁত ও বৈধ লাফ দেব। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, এটা শুধু লাফ ছিল না, ইতিহাসের একটি মুহূর্ত হয়ে যায়।’

ভারত ও পাকিস্তানের ভিন্ন দুটি জগতের মানুষ তাঁরা। তবে সঞ্জয় দত্ত ও ওয়াসিম আকরামের বন্ধুত্বটা বেশ গাঢ়ই। প্রায় এক দশক পর সঞ্জয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে জানিয়ে ওয়াসিম আকরাম হ্যাশট্যাগে লিখেছেন দুটি শব্দ–পুরোনো বন্ধুত্ব, খলনায়ক

ওয়াইএসসি ক্রিকেট

আপনজন ডেস্ক: হুগলি জেলার খানাকুল থানারYSC ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৪, পরিচালনায়_ ঘোষপুর ইয়ার স্পোর্টিং ক্লাব, ঘোষপুর মিদ্যা পড়ায় আট দলীয় তিনদিন ব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে খেলাটি
উদ্বোধন করেন খানাকুল থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ রাসেল পারভেজ খান, ঘোষপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ গৌরাঙ্গ দে, খানাকুল ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শম্পা মাইতি,
দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় সংখ্যালঘু বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক ওয়ায়েজুল হক, ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা পরিষদ সদস্যা ও রাজ্য সংখ্যালঘু সেল G.S শাহিনা সুলতানা, YSC সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী _শেখ জিয়াবুর রহমান, ঘোষপুর পঞ্চায়েত প্রধান_আলেয়া বেগম, ডক্টর সঞ্জীব পাত্র সহ ক্লাবের সদস্য সহ সমাজের বিশিষ্টজনেরা।
ফাইনালে মুখোমুখি হয় মায়াপুর ইলেভেন বনাম রাশু একাদশ তারকেশ্বর। মায়াপুর ইলেভেনকে হারিয়ে, রাশু একাদশ তারকেশ্বর ফাইনালে জয় লাভ করে !
এছাড়াও সন্ধ্যাকালীন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আঁকা,কবিতা, আবৃতি প্রতিযোগিতা ও সমাজের দুঃস্থ অসহায়দের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ক্লাবের উদ্যোগে সকলে

বিশাখাপত্তনম টেস্ট: ভারতের হয়ে একা লড়ে গেলেন জয়সওয়ালই

আপনজন ডেস্ক: যশস্বী জয়সওয়ালের ১৭৯ রানের অপরাজিত ইনিংসে বিশাখাপত্তনমের নিষ্প্রাণ উইকেটে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ৬ উইকেটে ৩৩৬ রান তুলে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছে ভারত। হায়দরাবাদের সঙ্গে এ মাঠের উইকেটের পার্থক্য স্পষ্ট–স্পিনাররা তেমন বড় সহায়তা পাননি।
এরপরও প্রথম ইনিংসে বড় স্কোর গুরুত্বপূর্ণ, ভারত সেখানে খুব বেশি পিছিয়ে নেই হয়তো। কিন্তু সেখানে ভারতকে প্রথম দিন একা টেনেছেন জয়সওয়ালই। শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেট নেওয়ায় ইংল্যান্ডেরও অখুশি হওয়ার কথা নয় সেভাবে। দিনে সর্বনিম্ন জুটিটি অবিচ্ছিন্ন ৬ রানের, সর্বোচ্চটি ৯০ রানের। এর প্রতিটিতেই ছিলেন জয়সওয়াল। তরুণ এ বাঁহাতি ছাড়া ভারতের আর কোনো ব্যাটসম্যান ফিফটির দেখাও পাননি। প্রথম দিনে ভারতের ৫৩.২৭ শতাংশ রান জয়সওয়াল একাই করেছেন, নিজের ইনিংসও গড়েছেন দারুণভাবে। সতর্ক থেকেছেন যেমন, তেমনি আক্রমণেও সাহসী। দিনে ইংল্যান্ডের সবচেয়ে আঁটসাঁট বোলিং জেমস অ্যান্ডারসনের। তিনি ছাড়া বাকি সবাই দিয়েছেন ৩-এর ওপর করে রান। তবে একটি বল দিয়েই ইংল্যান্ড ৯৩ ওভার বোলিং করেছে। টেস্ট অভিষেকের দিনে ২ উইকেট পেয়েছেন শোয়েব বশির টেস্ট অভিষেকের দিনে ২ উইকেট পেয়েছেন শোয়েব বশিরএএফপি ৪১ বছর বয়সী অ্যান্ডারসন, ‘পার্ট টাইমার’ জো রুট, ১ ম্যাচের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন টম হার্টলির পর অভিষিক্ত শোয়েব বশির–দিনের প্রথম ঘণ্টায় টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে নামা ইংল্যান্ড বোলারদের ক্রম ছিল এমন। শুরুতে সতর্ক ছিলেন রোহিত শর্মা ও যশস্বী জয়সওয়াল; যদিও সুযোগ পেলে ব্যাট চালিয়েছেন পরের জন। প্রথম ঘণ্টায় ভারতের ৪টি চারের সব কটিই জয়সওয়ালের।
ড্রিংকসের পরপরই প্রথম আঘাতটি করেন বশির, তাঁকে ফ্লিক করতে গিয়ে লেগ স্লিপে ক্যাচ দেন ৪১ বলে ১৪ রান করা ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। শুবমান গিল অবশ্য ইতিবাচক ছিলেন, দ্রুতগতিতে এগিয়ে মোমেন্টামটাও এনে দিচ্ছিলেন ভারতের পক্ষে। ৫ চারে ৩৪ রান করে ফেলেন গিল, এর মধ্যে দুটি ছিল অ্যান্ডারসনের বলে। সেই অ্যান্ডারসনেরই অফ স্টাম্পের বাইরের ওবল সিমের বলে খোঁচা দিয়ে গিল ধরা পড়েন উইকেটের পেছনে, ৪৬ বলে ৩৪ রানে। এ নিয়ে পঞ্চমবার অ্যান্ডারসনের বলে আউট হলেন গিল। এ নিয়ে ২২টি ভিন্ন পঞ্জিকাবর্ষে উইকেটের দেখা পেলেন ৪১ পেরোনো অ্যান্ডারসন–টেস্ট ইতিহাসের প্রথম বোলার হিসেবে এ কীর্তি হলো তাঁর।
মধ্যাহ্নবিরতির আগেই ফিফটি পেয়ে যান জয়সওয়াল। বশিরের বলে ম্যাচের প্রথম ছক্কার পর রেহান আহমেদের মিসফিল্ডে চার পেয়ে মাইলফলকে যান এ বাঁহাতি। অ্যান্ডারসনকে মারা শ্রেয়াসের চারে শেষ হয় প্রথম সেশন, ওই শটে পূর্ণ হয় ভারতের ১০০। তাতে প্রথম সেশনে দুই দলেরই ভাগ থাকে প্রায় সমান। মধ্যাহ্নবিরতির পরের শুরুটা ধীরলয়েই করেছিলেন জয়সওয়াল ও শ্রেয়াস; তবে দুজনই গতি বাড়াতে থাকেন। এ সেশনে শুধু শ্রেয়াসের উইকেটই হারায় ভারত, যোগ করে ১২২ রান। হার্টলির নিচু হওয়া বলে কট বিহাইন্ড হন শ্রেয়াস, যে ক্যাচ বেশ ভালোভাবে নেন বেন ফোকস। তার আগে ৭৩ রানে হার্টলির বলে স্লিপে কঠিন একটা সুযোগ দিয়েছিলেন জয়সওয়াল, তাতে শুধু আঙুলই লাগাতে পারেন রুট। সেই হার্টলিকেই ৪৯তম ওভারে ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে মারা ছক্কায় ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ও দেশের মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি পান জয়সওয়াল, লেগেছে ১৫১ বল। হায়দরাবাদে প্রথম ইনিংসে ৮০ রানে থামলেও এবার আর সুযোগ হারাননি।
চা-বিরতির আগে ও পরে অভিষিক্ত রজত পাতিদারের সঙ্গে জয়সওয়ালের জুটিতে ওঠে আরও ৭০ রান, যেটি ভাঙে পাতিদার একটু অদ্ভুতভাবে রেহানের বলে বোল্ড হলে। পাতিদার ডিফেন্ড করেছিলেন, তবে ব্যাটের ওপরের অংশে লেগে বল যায় স্টাম্পে। রবীন্দ্র জাদেজা নেই বলে ইংল্যান্ডের সামনে ভারতের লোয়ার মিডল অর্ডার দুর্বল হয়েই ধরা দেওয়ার কথা; কিন্তু অক্ষর প্যাটেল জয়সওয়ালকে সঙ্গ দেন ভালোই। বশিরকে কাট করতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ তোলার আগে জয়সওয়ালের সঙ্গে ৫২ রান যোগ করেন অক্ষর। তাঁর উইকেটটি ইংল্যান্ড পেয়েছে পুরোনো বলেই, সেটিতেই এসেছে শ্রীকর ভরতের উইকেটও। দিনের মিনিট পাঁচেক খেলা বাকি থাকতে তিনিও দিয়েছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচ, এবার রেহানের বলে বশিরের হাতে।
রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে নিয়ে দিনটা শেষ করেছেন জয়সওয়াল, যেটি ছিল আক্ষরিক অর্থেই তাঁর দিন!
সংক্ষিপ্ত স্কোর
ভারত ১ম ইনিংস : ৯৩ ওভারে ৩৩৬/৬
(জয়সওয়াল ১৭৯*, রোহিত ১৪, গিল ৩৪, শ্রেয়াস ২৭, পাতিদার ৩২, অক্ষর ২৭, ভরত ১৭, অশ্বিন ৫*; অ্যান্ডারসন ১/৩০, রুট ০/৭১, হার্টলি ১/৭৪, বশির ২/১০০, রেহান ২/৬১)
* ১ম দিন শেষে

৪১ পেরিয়ে অ্যান্ডারসনের ‘নতুন’ রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: জেমস অ্যান্ডারসন বোলিংয়ে আসার পরপরই টেলিভিশন ধারাভাষ্যে তাঁর গুণগান শুরু হলো আরেকবার। ক্রিকইনফোর বল বাই বল ধারাভাষ্যে পাঠকেরা শুরু করলেন–অ্যান্ডারসনের যখন অভিষেক, তখন তাঁরা কে কী করতেন। ২১ বছর আগে কে কোথায় ছিলেন, সেটি হুট করে অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে না। তবে অ্যান্ডারসন ব্যতিক্রম। ২০০৩ সালেও টেস্ট ক্রিকেট খেলছিলেন, এখনো খেলছেন।
বিশাখাপত্তনমে আজ ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমেছেন টেস্ট ইতিহাসের সফলতম পেসার। সেখানে আজ আরও কিছু কীর্তিও গড়ে ফেলেছেন তিনি।
এ নিয়ে ২২তম পঞ্জিকাবর্ষে টেস্ট খেলতে নামলেন অ্যান্ডারসন। তাতে শিবনারায়ণ চন্দরপলকে ছুঁয়ে ফেললেন তিনি। ১৯৯৪ থেকে ২০১৫–টানা ২২ বছর খেলেছেন চন্দরপল। এ দুজনের ওপরে আছেন শুধু শচীন টেন্ডুলকার–১৯৮৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত টানা ২৫ বছর টেস্ট খেলেছেন তিনি।
২০০৩ সালে অ্যান্ডারসনের অভিষেক উইকেট ছিল জিম্বাবুয়ের মার্ক ভারমিউলেনের। শুবমান গিলের উইকেটটি তাঁর ৬৯১তম। এ নিয়ে ২২টি ভিন্ন পঞ্জিকাবর্ষে টেস্ট উইকেট নিলেন অ্যান্ডারসন। এই কীর্তি নেই আর কারও। টেন্ডুলকার ক্যারিয়ারে দুটি বছর বাদে বাকি সব কটিতেই বোলিং করেছেন, তবে উইকেট পেয়েছেন ১৩টি ভিন্ন বছরে। আর চন্দরপল উইকেট নিয়েছেন ৫টি আলাদা বছরে।
গত জুলাইয়ে ৪১ পূর্ণ করেছেন অ্যান্ডারসন। মানে গিলের উইকেটটি ৪১তম জন্মদিনের পর নিলেন অ্যান্ডারসন। ৪১তম জন্মদিনের পর উইকেট নেওয়ার কীর্তি অ্যান্ডারসনের আগে সাতজন পেসারের ছিল। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ উইকেট গ্রাহাম গুচের, ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে গ্যাবায় ৪১তম জন্মদিনের পর উইকেট পেয়েছিলেন তিনি।
৪১ বছর ১৮৭ দিন
আজ অ্যান্ডারসনের বয়স।
ভারতের মাটিতে সবচেয়ে বেশি বয়সী পেসার হিসেবে টেস্ট খেলতে নামলেন তিনি। ছাড়িয়ে গেলেন লালা অমরনাথকে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে অমরনাথ নেমেছিলেন ৪১ বছর ৯২ দিন বয়সে।

দি মারিয়ার স্বপ্নপূরণে কনমেবল প্রধানের সাড়া

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসিকে প্রশ্নটা প্রায়ই শুনতে হয়–ক্যারিয়ারের শেষ কি নিজের সাবেক ক্লাব নিউয়েলস ওল্ড বয়েজে করতে চান? মেসিও হেসে উত্তর দেন, এমনটা হলে মন্দ হয় না! শৈশবে ফিরে যেতে কে না চায়! মেসির আর্জেন্টিনা দলের সতীর্থ আনহেল দি মারিয়াও সম্প্রতি নিজের স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে শৈশবের ক্লাব রোজারিও সেন্ট্রালে ফেরার কথা বলেছেন। শুধু তা-ই নয়, ক্লাবটির হয়ে দক্ষিণ আমেরিকান ক্লাব ফুটবলের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা কোপা লিবের্তাদোরেসে খেলার স্বপ্নও দেখেন আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য।
দি মারিয়ার স্বপ্নের কথা শুনে সাড়া দিয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট আলেহান্দ্রো ডমিঙ্গেজ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ডমিঙ্গেজ লিখেছেন, ‘আনহেল দি মারিয়া, কনমেবল লিবের্তাদোরেস আবার তোমার এখানে খেলার স্বপ্নপূরণের জন্য অপেক্ষা করছে।’ দি মারিয়াকে লিবের্তাদোরেসে পেতে যেন তর সইছে না তাঁর, ‘এটা কি কনমেবল কোপা আমেরিকার পরই?’
জাতীয় দল পর্যায়ে দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা কোপা আমেরিকা, যার সামনের আসর জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে।
দি মারিয়া এ মুহূর্তে পর্তুগালের ক্লাব বেনফিকায় খেলছেন। ২০২২-২৩ মৌসুমটা জুভেন্টাসে কাটানোর পর রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক উইঙ্গারকে নিয়ে আলোচনা ছিল–সৌদি আরবের ফুটবলে যেতে পারেন। কিন্তু সব গুঞ্জনে পানি ঢেলে দিয়ে গত বছর বেনফিকায় নাম লেখান কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে গোল করা দি মারিয়া। বেনফিকার সঙ্গে তাঁর চুক্তিটি এক বছরের। সেটা এ বছরের জুনে শেষ হওয়ার কথা। এই হিসাব করেই হয়তো ডমিঙ্গেজ তাঁকে রোজারিও সেন্ট্রাল তথা লিবের্তাদোরেস কাপে ফেরার আহ্বান জানিয়েছেন।
মাত্র ৩ বছর বয়সে ১৯৯১ সালে দি মারিয়া রোজারিওর ছোট একটি ক্লাব তোরিতোতে ফুটবল খেলা শুরু করেন। পরের বছরই তিনি যোগ দেন রোজারিও সেন্ট্রালের একাডেমিতে। ২০০৫ সাল পর্যন্ত রোজারিওর যুবদলে খেলার পর সিনিয়র দলে সুযোগ পান দি মারিয়া। রোজারিওর সিনিয়র দলে ২ মৌসুম খেলার পর তাঁকে কিনে নেয় বেনফিকা। এরপর রিয়াল মাদ্রিদ, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, পিএসজি আর জুভেন্টাস ঘুরে এখন আবার বেনফিকায় খেলছেন।
সম্প্রতি আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দি মারিয়া ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে আবার রোজারিওতে ফেরার স্বপ্ন দেখার কথা বলেছেন। ৩৬ বছর বয়সী দি মারিয়া বলেছেন, ‘সত্য হচ্ছে এই যে আমি সেন্ট্রালের হয়ে আবার লিবের্তাদোরেস কাপে খেলতে চাই।’ ক্যারিয়ারের শুরুতে রোজারিওর হয়ে ২ মৌসুমে কিছুই জিততে পারেননি দি মারিয়া। সত্যিই যদি আবার তিনি ক্লাবটিতে ফেরেন এবং রোজারিওর হয়ে লিবের্তাদোরেস কাপে খেলেন, শিরোপা জেতার সর্বোচ্চ চেষ্টাই হয়তো করবেন। পারবেন কি না, সময়ই বলে দেবে!

মাঠে নামতে প্রস্তুত উইলিয়ামসন

আপনজন ডেস্ক: হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে ২২ গজে ফিরতে প্রস্তুত নিউজিল্যান্ড তারকা কেন উইলিয়ামসন। তার সাথে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের আগে টম ব্লান্ডেল ও কাইল জেমিসনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করছেন কিউই অধিনায়ক। আগামী রোববার থেকে

মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। তার আগে নিজের ফিটনেসসহ অনেক বিষয় নিয়ে কথা বললেন উইলিয়ামসন।
‘আমার হ্যামস্ট্রিং এই মুহূর্তে ভালো রয়েছে। শেষ কয়েক সপ্তাহে আমার খুব উন্নতি হয়েছে। আমি যথেষ্ট সুস্থ অনুভব করছি। আমি আশা করছি, অনুশীলনে যোগ দেব শীঘ্রই। দলের সঙ্গে আমি শীঘ্রই যোগ দেব। আবহাওয়া বেশ মনোরম রয়েছে। বেশ গরম থাকবে আশা করছি টেস্টের সময়ে। তাই আমি আত্মবিশ্বাসী, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থাতেই খেলতে নামতে পারব।

এশিয়া আফ্রিকায় শেষের দামামা

আপনজন: তাজিকিস্তান-জর্ডানের লড়াই দিয়ে আজ শুরু হচ্ছে এএফসি এশিয়ান কাপের চলতি আসরের কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ড। কাতারের আহমেদ ইন আলি স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত্র ১১.০০টায়। একই দিনের রয়েছে আরেকটি বড় ম্যাচ। যেখানে বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত২.০০ টায় দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া। তাজিকিস্তান ও জর্ডান দুই দলই দুর্দান্ত খেলে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে। শেষ ষোলোতে সংযুক্ত আরব আমিরতাকে টাইব্রেকারে হারায়। এই আসর দিয়ে এএফসি এশিয়া কাপে অভিষেক হয় তাজিকিস্তানের। কোয়ার্টার ফাইনালে ১০৬ নম্বর র‌্যাঙ্কিংয়ের দল তাজিকিস্তানের প্রতিপক্ষ ৮৭ নম্বর দল জর্ডান শেষ ষোলোয় ইরাককে ৩-২ গোলে হারায়। মুখোমুখি ৫ বারের লড়াইয়ে ৩ জয় নিয়ে এগিয়ে জর্ডান। তাজিকিস্তানের জয় ১ আর ড্র হয় এক ম্যাচ দুই দলই এবারের আসরে নিজেদের পারফর্মেন্স দিয়ে অবাক করেছে সবাইকে।
আজ যেই জিতুক, তারাই প্রথমবার সেমিফাইনালে ওঠার স্বাদ পাবে তারা। আল জানৌব স্টেডিয়ামে দিনের অন্য খেলা অস্ট্রেলিয়া-কোরিয়ার লড়াই এককথায় ব্লকবাস্টার। শেষ ষোলোয় ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ৪-০ গোলের সহজ জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে অস্ট্রেলিয়া। তবে এক্ষেত্রে বেশ ঘাম ঝড়াতে হয় কোরিয়াকে। সৌদি আরবের বিপক্ষে অতিরিক্ত সময়ের শেষ মিনিটের গোলে সমতায় ফেরে তারা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**